



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 14 Issue • 14 January, 2022, Friday • ২৯ পৌষ, ১৪২৮, শুক্রবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

মেয়াদহীন সচিব বিধায়ক পদ খারিজের নোটিশ দিলেন!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। তখন তার মেয়াদ নেই, দিন দশ/এগারো আগেই ফুরিয়ে গেছে, যখন আশিস দাস'র বিধায়ক পদ খারিজের নোটিশ জারি করছেন বিধানসভার



সচিব বি পি কর্মকার। জুটিশিয়াল সার্ভিস"র প্রাক্তন এই অফিসারের সচিব হিসাবে নিযুক্তির মেয়াদ গত ২৪ ডিসেম্বর শেষ হয়। যখন তিনি ভারতের নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানাচ্ছেন যে বিজেপি

বিধায়ক আশিস দাস'র বিধায়ক পদ খারিজ করা হয়েছে, তাতে ৪৬ সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র শূন্য হয়ে পড়েছে, উপযুক্ত ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়, তখনও তার চাকরির মেয়াদ নেই। মেয়াদহীন বিধানসভার সচিব নিয়ম ভাঙার জন্য বিধায়কের পদ খারিজের নোটিশ জারি করেছেন। বি পি কর্মকারকে ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব করে আবার নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে ১২ জানুয়ারি। আইন সচিব (সংসদীয় বিষয়)র সচিব এবং এল আর বিশ্বজিৎ পালিত ১২ জানুয়ারি নোটিশ জারি করেছেন যে রাজ্যপাল, বিধানসভার অধ্যক্ষের সাথে আলোচনা করে বি পি কর্মকারকে আরও এক বছরের জন্য বিধানসভার সচিব পদে নিয়োগ দিয়েছেন। গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত নতুন মেয়াদকাল। তাকে "এক্স-পোস্ট ফ্যাক্টো" বলে এই সময়ের জন্য পুনর্নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

"এক্স-পোস্ট ফ্যাক্টো" বলে পেছন দিকের তারিখ থেকে নতুন মেয়াদ কাল ধরা হয়েছে। বিধানসভা, যেখানে রাজ্যের ভাল-মন্দ নির্ধারিত হয়, যেখানে রাজ্য কীভাবে চলবে, তার রূপরেখা তৈরি হয়। মানুষের প্রতিনিধিত্ব সেখানেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনও রাজ্যের সবচেয়ে



গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গার সচিবের মেয়াদ পেরিয়ে গেলেও, নতুন নিয়োগ আসতে প্রায় আড়াই সপ্তাহ ধরে হয়ে যায়। মেয়াদ উত্তীর্ণ সচিব জনপ্রতিনিধির বিধায়ক পদ খারিজের নোটিশ জারি করেন। বিশ্বজিৎ পালিত সচিবের পুনর্নিযুক্তির যে নোটিশ জারি করেছেন, সেখানে নোটিশের নিজস্ব

পজিটিভ পুর কমিশনার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস করোনাক্রান্ত হয়েছেন। গত দু'দিন ধরেই তিনি শারীরিক অসুবিধা বোধ করছিলেন এবং বৃহস্পতিবার সকালে করোনাক্রান্ত হয়ে, মানিকদাসকে করোনাক্রান্ত পজিটিভ ঘোষণা করা হয়। স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা এদিন পশ্চিম জেলার ট্রাফিক এসপি শমিষ্ঠা চক্রবর্তীর নমুনা সংগ্রহ করেন। তিনিও করোনাক্রান্ত। উনারা দু'জনই গত বেশ কিছুদিন ধরেই করোনাক্রান্ত বিষয়ক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য নানা সরকারি বৈঠক এবং শহরের বিভিন্ন সড়কে নেমেও সরজমিনে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন। বৃহস্পতিবার সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরে করোনাক্রান্ত করা হলে ১৪ জন করোনাক্রান্ত হন। বৃহস্পতিবার করোনাক্রান্ত শনাক্ত হলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার দাস। প্রতিদিন নিগম দফতরে গত কয়েকদিন ধরেই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন



প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বৃহস্পতিবার রাতে তীর্থমুখে রাজ্যের আপামর জনসাধারণের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি কোভিড সংক্রান্ত সরকার প্রদত্ত সকল নীতি নির্দেশিকা পালনের আবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রেগাতে চুপ সোশ্যাল অভিট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। একের পর এক পঞ্চায়েতে প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে ধরা পড়ছে অর্থনৈতিক বিচ্যুতি। আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে সরকারি প্রশাসন যন্ত্র। যাদের হাতে আর্থিক বিচ্যুতি ধরা পড়ার কথা আর যাদের হাতে এই বিচ্যুতি সমাধান হওয়ার কথা তারা যেন কেমন করে নিজেদের পাশ কাটিয়ে নিচ্ছে বার বার। এ জাতীয় বিচ্যুতির ফলে সাধারণ মানুষের অধিকার যে চুরি হয়ে যাচ্ছে তা চোখে দেখার পরও প্রশাসন নির্বাক। এবার বিচ্যুতি সামনে এসেছে দক্ষিণ জেলার খ্যামুখ রকের শিবপুর এবং গাবুরছড়া। এই দুটি এডিসি ভিলেজে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থানে মোট ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৫ টাকার বিচ্যুতি সামনে এসেছে। যা রীতিমতো গা শিউরে দেবার মতো পরিস্থিতির জোড়াড় করেছে। জানা গেছে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে শিবপুর এডিসি ভিলেজে ৮৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৩৭৪ টাকার বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। এই বছরই গাবুরছড়া এডিসি

লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারীর করোনাক্রান্ত ছুটি চৌদ্দ না সাত দিনের, দ্বিধা চরমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। পৌষ সংক্রান্তির সকাল থেকেই রাজ্যের প্রায় দু'লক্ষ সরকারি কর্মচারীর মাথায় বাজ পড়বে। সকলেই কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নিজস্বদের আধিকারিকদের নিঃসন্দেহে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করবেন— 'আমাদের যদি করোনাক্রান্ত হলে কতদিনের ছুটি পাব আমরা?' হঠাৎ

রাজ্যে যেভাবে করোনাক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এবং যেভাবে খোদ স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরাই আক্রান্ত হচ্ছেন, তাতে ১৪ দিন করে ছুটি গ্রাফ হলে, দফতরের তরফে পরিশেষা শুধুরের জন্য কেউ থাকবে না। শুধু তাই নয়, যুক্তি এটাও যে, এবারের করোনাক্রান্ত দুই ডেই থেকে তুলনামূলকভাবে

ওই নোটিফিকেশনটি স্বাক্ষর করেন। তাতে বলা ছিল, যদি কোনও সরকারি কর্মচারী বহিরাগত থেকে এ রাজ্যে আসেন এবং নিজের করোনাক্রান্ত-সিমেটম আছে বলে মনে করেন, তাহলেও ছুটি নেওয়া যাবে। স্বভাবতই রাজ্যের প্রায় ২ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর মধ্যে শুক্রবার সকাল থেকেই এই প্রশ্ন

করোনাক্রান্ত হলেও পরিবেশা পাবেন। বৃহস্পতিবারের যে নির্দেশিকাটিতে ডা. রাধা দেববর্মা স্বাক্ষর করেছেন তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যদি করোনাক্রান্ত করায় সংস্পর্শে স্বাস্থ্য দফতরের কেউ আসেন, তাহলে আলাদা করে কোয়ারেন্টাইন হওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি বা তারা কোভিড বিধি



এই বিষয়টি কেন প্রসঙ্গে এলো? কারণ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে এক্স অফিসিও যুক্ত সচিব তথা অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা আটক নির্দেশ স্বাক্ষর করেন। তাতে বলা হয়েছে, সারা রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের পরিকাঠামোয় যারা কর্মরত রয়েছেন, তাদের কারোর করোনাক্রান্ত হলে 'হোম আইসোলেশন'-এর জন্য মোট ৭ দিনের ছুটি প্রাপ্য হবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের গত ৯ তারিখের একটি রিভাইজড অ্যাডভাইজারি মোতাবেক, ১৪ দিনের করোনাক্রান্ত-ছুটি কমিয়ে ৭ দিনের করা হয়েছে। যুক্তিতে বলা হয়েছে,



কম 'ক্ষতিকারক'। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ২০২০ সালের ৩০ মার্চ রাজ্যের অর্থমন্ত্রকের তরফে একটি নোটিফিকেশন জারি হয়েছিল। তাতে বলা ছিল, রাজ্যে কোনও সরকারি কর্মচারী যদি করোনাক্রান্ত হন, তাহলে ১৪ দিনের 'কোয়ারেন্টাইন লিড' গ্রাফ করা হবে। এও বলা ছিল ওই নির্দেশিকায়, বিনা মেডিক্যাল সার্টিফিকেটেই ওই ছুটি প্রদান করা যাবে। করোনাকে 'হোম-কোয়ারেন্টাইন' বলে স্পষ্টত উল্লেখ ছিল ২০২০ সালের ৩০ মার্চের নির্দেশিকায়। রাজ্য সরকারের তদানীন্তন অধিকার সচিব এ দেববর্মা রাজ্যের রাজ্যপালের নির্দেশক্রমে

জাগতে শুরু করবে, তাহলে কি এখন থেকে করোনাক্রান্ত হলে ৭ দিনের ছুটি না ১৪ দিনের। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর বৃহস্পতিবার রাতে একটি দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে সজাগ রাখার জন্য রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্য দফতরের সমস্ত ফ্রন্টলাইন কর্মী, আধিকারিক সহ সকলস্তরের কর্মীদের করোনাক্রান্ত হলে ৭ দিন ছুটি দেওয়া হবে। ১৪ দিনের ছুটির ব্যাপারটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দফতরের অদরে আলোচনা শুরু হয়েছে। সকলেই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন এই ভেবে যে, দফতরের এই সিদ্ধান্তের কারণে রাজ্যের সকলস্তরের জনগণ অন্তত



মেনে চলবেন এবং আক্রান্তের সংস্পর্শে আসার পঞ্চম দিনে করোনাক্রান্ত করা যাবে। অথবা যদি ১৪ দিনের মধ্যে কোনও সিমেটম জন্ম নেয়, তাহলেও করোনাক্রান্ত করা যাবে যেতে পারে। কোভিড পরিশেষা দেওয়া হয় এমন জায়গায় দায়িত্ব পালন করার পরও স্বাস্থ্য দফতরের কোনও কর্মীকে আলাদা করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে না। এই প্রত্যেকটি নির্দেশিকা জারি হওয়ার পরই প্রশ্ন জাগছে, রাজ্যের অন্যান্য দফতরের সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো কি হবে? অন্যান্য দফতরের সরকারি কর্মচারীরা কতদিনের ছুটি পাবেন যদি করোনাক্রান্ত হন?

জেলাশাসকের আক্ষারায় করোনার সংক্রমণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ জানুয়ারি।। কোথায় করোনাক্রান্ত সংক্রমণ? পিঠেপুলিতেই তো মজেছে মানুষ। আর জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে



বাহবা দিচ্ছে মরণকালেও পিঠেপুলির এমন স্বাদ চেখে দেখার আয়োজন করে বাওয়ার জন্য। জেলা প্রশাসন ও পুলিশ যদি মুখ্যসচিবের নির্দেশ মেনে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড



হাজার হাজার মানুষের সমাগমে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে শুরু হয়েছে পিঠেপুলি উৎসব। করোনাক্রান্ত সংক্রমণকে এখানে চোখ রাখাচ্ছেন জেলাশাসক সাজু

ওয়াহিদ, জেলা পুলিশ সুপার, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ পূর্ত দফতরের এসডিও প্রবীর বরন দাস এবং শান্তিরবাজার পুরসভার ভাইস



মেলা আটকাতে না পারেন, আগরতলা শহর উপকণ্ঠ আনন্দনগরে সুলতান শাহ দরগাহে মেলা আটকাতে না পারেন, তাহলে শান্তিরবাজারের পিঠেপুলি উৎসবও আটকাতে পারবেন না

জেলাশাসক। বিধায়ক বলেন, মুখ্যসচিব কিংবা জেলাশাসক জনপ্রতিনিধি নন, তারা জনগণের সেন্টিমেন্ট বোঝেন না, আর করোনার দোহাই দেন।



শান্তিরবাজারের পিঠেপুলি উৎসবে কোনও আঘাত এলে প্রয়োজনে জেলাশাসক বদলে ফেলবেন তিনি। লোক মারফত জেলাশাসক নাকি একথা শুনে হাঁট কাঁপাতে শুরু করে

থাবা মারার আগে ফৌস করলেন বিদ্রোহী সুদীপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ১৩ জানুয়ারি।। নীরবতা ভেঙে ধীরে ধীরে যেন খোলস ছাড়ছেন তিনি। শাসক দলীয় রাজনীতির গোষ্ঠী বিন্যাসে ক্রমশ কোণঠাসা হলেও তিনি যে এখনও শেষ হয়ে যাননি বরং নিজেকে প্রমাণের অপেক্ষায় রয়েছেন সেটা বুঝিয়ে দিতে কয়েকটি কথার ইঙ্গিতকেই সুদীপবাবু কিছুটা হলেও পাটিগণিত কিংবা বীজগণিতের সূত্র বুঝিয়েছেন তাও এদিন খোলসা করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার আক্রান্ত ছাত্র অভিভূত দেব'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। কিভাবে ঘটনা ঘটেছে এবং কারা ঘটিয়েছে এরও

বিস্তারিত তথ্য লিখে রেখেছেন সুদীপবাবু। তবে বিধায়ক আবেশে তার বৈঠকখানার ঘরে এখনও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জে পি ন্যাড্ডার ছবি ঝুলেছেও তিনি যে ক্রমশ বিজেপিরই আতঙ্ক হয়ে

আটকে গিয়ে সুদীপবাবু বেরোবার পথ না পাওয়ায় মনে হয়েছিলো এখানেই শেষ বুঝি তার রাজ্য রাজনীতির ধারাপাত। কিন্তু সুযোগ পেয়েই তিনি যে গোখরোর মতো পি নাড্ডার ছবি ঝুলেছেও তিনি যে ক্রমশ বিজেপিরই আতঙ্ক হয়ে



উঠছেন এবং আগামীদিনে এই দলটিরই সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠবেন ধীরে ধীরে খোলসা করছেন সুদীপবাবু। এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে কিংবা সরকার ও শাসক দলের বিভিন্ন আয়োজনে অপর্যায়িত হলেও নীরবেই সহ্য করেছেন একদা বিরোধী রাজনীতির জ্যোতিষ নিজ দলের চাপেই এবং একই দলের নেতৃত্বের চক্রব্যুহে

কাছে। তাদের চেতনা চৈতন্যকে ফাঁকি দিয়েই সুদীপবাবু যে গোপন অপারেশন শুরু করেছেন তা সাক্রম গিয়েই টের পেয়েছেন শাসক দলের নেতারা। যে কারণে শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে শংকর যে আদ্য-জল যেয়ে মাঠে নেমেছিলেন কলেজের অনুষ্ঠান বানচাল করতে। এতে হয়তো শাসকের নেতা হিসেবে সাফল্য

স্বপন চন্দ্র দাস মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাস ত্রিপুরা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি গত ৩ জানুয়ারি তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। প্রোটেকশন অফ হিউম্যান রাইটস আক্ট, ১৯৯৩ এর ধারা ২২(১) অনুযায়ী গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ন আর্থ’র স্বাক্ষরিত আদেশমূলে তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। আইন দফতর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আক্রান্ত ৯১৬, মৃত্যু ১

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। করোনা আক্রান্ত ২৪ ঘণ্টায় নতুন রেকর্ড স্থাপন করলো রাজ্য। ২৪ ঘণ্টায় ৯১৬ জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে বৃহস্পতিবার। মারা গেছেন আরও একজন সংক্রমিত রোগী। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে রাজ্যে এখন পর্যন্ত তিনজন সংক্রমিত রোগী মারা গেলেন। সংক্রমণের হার ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। পশ্চিম জেলায় এদিন আরও ৫৫৯ আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। শুধুমাত্র এই জেলায় গত এক সপ্তাহে ১ হাজার ৩০০’র উপর করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়ে গেলেন। শুধুমাত্র আগরতলা পুরনিগম এলাকায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। এই এলাকাতে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে বলে অভিযোগ। কিন্তু জেলা প্রশাসন এখনও পর্যন্ত এই সংক্রমণ রূপতে কোনও ধরনের কড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। প্রশাসনের ঢিলেমির সুযোগে ঘরে ঘরে করোনা আক্রান্ত ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি এখন আর স্বাস্থ্য কর্মীদের ছুটে যেতেও দেখা যায় না। সবটাই যেন ‘ভগবান’র উপর ছেড়ে দিয়েছে প্রশাসন। এই গোষ্ঠী সংক্রমণের মধ্যেই মেলা, উৎসব, মিটিং’র যাবতীয় অনুমতি পরোক্ষভাবে দিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টায় ৯১৬জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিন ১০ হাজার ৬৮ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়। তাদের মধ্যে মাত্র ৭৫১ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে সোয়াব পরীক্ষা করানো হয়। আরটিপিসিআর-এ ৬৮জন সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন। বাকিরা আন্টিজেন টেস্টে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ৫৫৯ জন শনাক্ত হন পশ্চিম জেলায়। এছাড়া সিপাহিজলা জেলায় ৫৬, খোয়াই জেলায় ৩৮, গোমতী জেলায় ৫৫, দক্ষিণ জেলায় ৪৯, ধলাই জেলায় ৬৩, উনকোটি জেলায় ৪৯ এবং উত্তর জেলায় ৪৪জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮৪৪ জনে। এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত ৮২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে করোনা সংক্রমিতদের সুস্থতার হার নেমে দাঁড়িয়েছে ৯৫.৮৩ শতাংশে। এদিকে দেশেও ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে করোনা আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা। ২৪ ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭২০জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৪৪২জন। দ্রুতহারে ত্রিপুরায় পশ্চিম জেলার পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। দ্রুত সংক্রমণ রুখতে জেলা প্রশাসন থেকে একেমনও পর্যন্ত ভিড় আটকানোর জন্য কোনও কড়া নির্দেশিকা নেই।

তিল্লাই-বাতাসা বিক্রেতাদের মাথায় হাত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি।। এবছর করোনা পরিস্থিতিতে মকর সংক্রান্তির মেলা সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে না অধিকাংশ জায়গায়। কিন্তু মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে তিল্লাই-বাতাসা বাজারে বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। রাজ্যের বিভিন্ন বাজারের সাথে তেলিয়ামুড়ার বাজার গুলোতেও তিল্লাই-বাতাসার অধিমূল্য। ফলে মাথায় হাত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই। কিন্তু আচমকা করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে বাজারগুলোতেও তেমন ক্রেতার দেখা মিলছে না। এই বিষয়ে তেলিয়ামুড়া বাজারের তিল্লাই-বাতাসা ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলতে গেলে তারা হতাশার সুরে জানান, এবছর করোনা মহামারীর কারণে

ভার্চুয়ালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোভিড-১৯ অতিমারীজনিত পরিস্থিতি নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন। রাজ্য সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দাস এই ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই ভার্চুয়াল বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব দেশে বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি ও টিকাকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এছাড়াও আজকের এই ভার্চুয়াল বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ কোভিড-১৯ ও করোনার নতুন প্রজাতি ও মক্রমণ সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্যগুলির প্রস্তুতি সহ জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ও যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত স্থিতি এবং

টিকাকরণের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। আজকের এই ভার্চুয়াল বৈঠকে রাজ্য সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যসচিব কুমার অলক, স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা শাখার মিশন ডিরেক্টর ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ অধিকারের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

‘সূর্য নমস্কার কোভিড আটকাবে’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। সূর্য নমস্কারে কোভিড কাবু হতে পারে, কেন্দ্রীয় আয়ুর্ষমন্ত্রী বলেছেন। অজুত এই দাবি নিয়ে নেটিজেনরা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। আবার কোভিডের মারাত্মক বাড়াবাড়ির মধ্যে স্কুলে স্কুলে গুরুবারে ছুটির দিনে সূর্য নমস্কার করার জন্য নির্দেশে জারি হয়েছে। কোভিড ঝড়ে



কাঁপছে দেশ। রাজ্যে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যায় সর্বকালীন রেকর্ড হয়েছে বৃহস্পতিবারে। কোনও মন্ত্রী বলেছেন, যাদের পরীক্ষা তারাই স্কুলে যাবে, ১৫ তারিখ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা, বড় মন্ত্রী বলেছেন ২০ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ। তাতে অবশ্য সূর্য নমস্কার অনুষ্ঠান আটকাচ্ছে না। সূর্য নমস্কারে নাকি কোভিডও কাবু হবে, কেন্দ্রীয় আয়ুর্ষমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি এই। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’-র অংশ হিসাবে বড় আকারে সূর্য নমস্কার অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্র থেকে নির্দেশ এসেছে।



সাধারণ স্কুল ড্রেস পরেও করা সম্ভব না, বিশেষত ছাত্রীদের পক্ষে তা সম্ভবই না। প্রতিটি স্কুলে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নেই। মুন্ডা দেখিয়ে দেবার কেউ নেই। আচমকা নির্দেশের কারণে সূর্য নমস্কার করতে গিয়ে শারীরিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। আজাদি কা অমৃত পরীক্ষা তারাই স্কুলে যাবে, ১৫ তারিখ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা, বড় মন্ত্রী বলেছেন ২০ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ। তাতে অবশ্য সূর্য নমস্কার অনুষ্ঠান আটকাচ্ছে না। সূর্য নমস্কারে নাকি কোভিডও কাবু হবে, কেন্দ্রীয় আয়ুর্ষমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি এই। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’-র অংশ হিসাবে বড় আকারে সূর্য নমস্কার অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্র থেকে নির্দেশ এসেছে।

বিজেপি’র নেতা-মন্ত্রীদের উটকা মন্তব্য নতুন নয়, তবে কোভিড যেহেতু জাতীয় বিপদ, সেই নিয়ে সঠিক তথ্য না দিলে আইনি দোষারোপ নেওয়া যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেছেন, ‘এটি প্রমাণিত সত্য যে সূর্য নমস্কার জীবনীশক্তি বাড়ায় এবং শরীরে বোঝকের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। তবে রেজিস্ট্রেশন এবং আমাদের প্রস্তুতির নিরিখে আমি আশাবাদী যে, আমাদের প্রোগ্রামে কোটিরও

স্কুটির ধাক্কায় আহত পথচারী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ জানুয়ারি।। স্কুটির ধাক্কায় আহত হন এক পথচারী। ঘটনা বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেওয়ানবাজার জাতীয় সড়কে। বিশ্রামগঞ্জ পুস্করবাড়ি এলাকার সুদান্ত দেববর্মা তার টি আর০৭এ৬২৬৪ নম্বরের স্কুটি নিয়ে বাড়ি যাবার সময় সুভাষ দেববর্মাকে ধাক্কা দেয়। স্কুটির ধাক্কায় সড়কের পাশে পড়ে গিয়ে মাথা এবং হাতে আঘাত পান সুভাষ দেববর্মা। খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দফতরে। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা তাকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়।

আক্রান্ত ৯২ বছরের লক্ষ্মী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জানুয়ারি।। প্রতিবেশী মহিলার হাতে আক্রান্ত ৯২ বছরের লক্ষ্মী রানি সরকার। উদয় পুর মাতাবাড়ি বনকুমারী স্কুল এলাকায় ঘটনা। তাকে মারধরের অভিযোগে প্রতিবেশী প্রফুল্ল দেবনাথের স্ত্রী



বিরুদ্ধে। আক্রান্তের মেয়ে জানান, এদিন বিকেলে প্রফুল্ল দেবনাথের স্ত্রীর সাথে তার মায়ের লাকড়ি নিয়ে ঝগড়া হয়। বয়সের ভারে নুজ্জ লক্ষ্মী রানি সরকারের বিরুদ্ধে লাকড়ি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলেন প্রফুল্ল দেবনাথের স্ত্রী। লক্ষ্মী সরকার জানান তিনি নিজেই চলাফেরা করতে পারেন না, সেই জয়গায় লাকড়ি কিভাবে আনবেন। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু প্রফুল্ল দেবনাথের স্ত্রী তা মানতে চাইছিলেন না। এনিয়ে তিনি ঝগড়া করতে থাকেন। একটা সময় বাঁশ নিয়ে ৯২ বছরের লক্ষ্মী রানি সরকারের হাতে আঘাত করেন প্রতিবেশী মহিলা। পরে বুদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার হাতে ৯টি সেলাই লাগে। পরবর্তী সময় বুদ্ধাকে নিয়ে তার মেয়ে ঘটনার বিচার চাইতে আরকে পুর থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন।

আত্মহত্যার চেষ্টা যুবতির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ জানুয়ারি।। ফের এক যুবতির ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ বাড়ির লোকজনের উপস্থিতিতে ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ১৮ বছরের ওই যুবতি। পরবর্তী সময়ে বাড়ির লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে তাকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক পূজা সাহা ওই যুবতিটিকে হীপানিয়া প্রেসমিক্টাইড রেকার করে নেন। হাসপ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে যুবতির আত্মহত্যার চেষ্টা বলে জানা যায়।

ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বাগমা অঞ্চল কমিটির বগাবাসা প্রাথমিক কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন দাবি নিয়ে বগাবাসা পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন প্রদান কর হয়। ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজা নেতা নারায়ণ ঘোষের নেতৃত্বে ৭ জনের প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত সচিবের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। নেতারা জানান, পঞ্চায়েত সচিব দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। পাশাপাশি তিনি আশ্বস্ত করেন বিষয়গুলো নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবেন। নেতারা দাবি জানান, সব রোগা শ্রমিকদের বছরে ২০০ দিনের কাজ এবং ৩৪০ টাকা করে মজুরি প্রদান। কাজের শেষে সপ্তাহের মধ্যে মজুরি মিটিয়ে দিতে হবে। রোগার কাজে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ এবং যন্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে ছাএর গাড়ি বিকল হওয়ায় মারধর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে আটকে যাওয়া দুই যুবককে আটক করে পুলিশ হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশের এক অফিসার সহ তিনজনের নামে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। তদন্তের দাবি তুলেছেন ত্রিপ্রা মথার প্রধান প্রদ্যোত দেববর্মাও। পুলিশের শাস্তির দাবি তুলেছেন টিএসএফ’র নেতা হামলু জমাতিয়া। সংগঠনের পক্ষে দাবি করা হয়েছে, লেক চৌমুহনির ট্রাফিক ভবনে নিয়ে জনজাতি অংশের দুই যুবককে মারধর করা হয়েছে। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে গাড়ি আটকে যাওয়ায় পুলিশ এ ধরনের আচরণ কবেছে। দু’জনই কামালঘাটের একটি বেসরকারি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। এরা হলো অভিজিৎ দেববর্মা এবং এঞ্জেল রিয়াং। এই দুই যুবককে সার্কিট

হাউস থেকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের এনসিসি থানায় রাখা হয়েছে। জনজাতি অংশের এই দুই যুবকের দাবি, তারা গাড়ি নিয়ে সার্কিট হাউসের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আগরতলার দিকে আসছিল। সামনে তাদের গাড়িতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আসার আগেই গাড়িটি রাস্তার কিনারায় নেওয়া হয়। যথারীতি মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ও চলে যায়। এমন সময় ট্রাফিক পুলিশের অফিসার কিশোর বণিক সহ তিনজন এসে তাদের লেক চৌমুহনিতে নিয়ে যায়। সেখানেই ট্রাফিক অফিসে নিয়ে দু’জনকে মারধর করা হয়েছে। দু’জনের গোপনাদেও আঘাত করা হয়। সেখান থেকে তাদের নেওয়া হয় এনসিসি থানায়। থানার মধ্যেও তাদের মারধর করা হয়। খবর পেয়ে টিএসএফ’র সাংগঠনিক সম্পাদক হামলু জমাতিয়া সহ

অন্যরা ছুটে যান। তাদের দাবি, ট্রাফিক পুলিশ এঞ্জেল এবং অভিজিৎকে মারধর করেছে। গাড়িতে গোলযোগ হতেই পারে। এ কারণে এভাবে মারধর করার কি অর্থ? মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে গাড়ি আটকে গেলে কি মারধর করতে হয়? যদিও পুলিশের হাতে আটক অভিজিৎ জানিয়েছেন, তাদের গাড়ির সামনে একটি অটো এসে গিয়েছিল। তাদের গাড়ির ব্রেক ধরতেই যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। পেছন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সাইরেন শুনতেই তারা নার্ভাস হয়ে যায়। কিন্তু কনভয় আটকায়নি। যথারীতি কনভয়ের গাড়ি আসার আগে গাড়িটি রাস্তার কিনারায় নেওয়া হয়। এরপও তিনজন ট্রাফিক পুলিশ মিলে আমাদের মারধর করেছে। এই ঘটনায় তিন ট্রাফিক পুলিশের বিরুদ্ধেও মামলা করতে গেছেন টিএসএফ’র সদস্যরা। ঘটনার তদন্তের দাবি উঠেছে।

১০৮টি এসপিও অফার কবে ছাড়বে?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। এসপিও জওয়ান নিয়োগ নিয়ে আবারও অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন বঞ্চিত বেকাররা। ১০৮ জনের অফার এখনও পর্যন্ত ছাড়া হয়নি। উপযুক্ত প্রার্থী নেই বলে পরোক্ষভাবে অফারগুলি বাতিল করা হচ্ছে। বাস্তবে শাসকদলের নেতাদের অঙ্গুলি হেলেনে পুলিশ প্রশাসন এই ১০৮টি অফার ছাড়ছে না বলে অভিযোগ। এদের মধ্যে রয়েছে এয়ারপোর্ট থানা এলাকার

প্রশিক্ষণও শুরু হয়ে গেছে। তারা থানায় পুলিশ অফিসারদের কাছে বারবার চক্রল লাগালেও কারোর কাছ থেকে সঠিক উত্তর পাচ্ছেন না। মেধা তালিকায় নাম থাকার পরও অফার থেকে বঞ্চিত হলেন। টিএসআর’র পর এসপিও জওয়ান নিয়োগেও এই ধরনের বঞ্চনার অভিযোগ উঠেছে। বিনা কারণে মেধা তালিকা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন বেকাররা। তাদের বক্তব্য, যদি পার্টির লিস্ট মেয়েই অফার দেওয়া হতো তাহলে সবাইকে ডাকার কি অর্থ



গোমতী জেলায় নব্য এসপিওদের ট্রেনিং শুরু। ছবি নিজস্ব

বঞ্চিত চার প্রার্থী। তাদের বাদ দিয়ে এমন একজন এসপিও’র অফার পেয়েছেন যার নামে থানায় অভিযোগ রয়েছে। শাসকদলের নেতার ছেলে ওই যুবক এক মহিলাকে নিয়ে টানাটিনা করার অভিযুক্ত কিন্তু তার নামেও অফার গেছে। অথচ বাদ পড়ে গেলেন এসপিও’র নিয়োগ র্যালিতে মেধা তালিকায় বাছাই হওয়া চার যুবক। এখনও পর্যন্ত ১০৮টি অফার ছাড়া হয়নি। এই চার যুবক আশায় ছিলেন তাদের নামে অফার আসবে। অন্যদিকে বাছাই হওয়াদের

ছিল? বিনা কারণে আমাদের ডেকে হেনস্থা করা হয়েছে। আবার আশায় ছিলাম এসপিও’র অফার পাবো। এখন বঞ্চিত হলাম। আগেও বাম আমলে এইভাবেই পার্টির অফিস থেকে তালিকা যেতো। এখনও এর ব্যতিক্রম হলো না। স্বরাষ্ট্র দফতর যোগ্য প্রার্থীদের এইভাবে বঞ্চিত করবে তা ভাবতে পারেননি বেকাররা। তারা এই ঘটনায় সন্তুষ্ট তদন্তের দাবি তুলেছেন। কিভাবে মেধা তালিকায় নাম না থেকেও অফার পান এই ঘটনার তদন্ত চাইছেন তারা।

প্যাক্স নির্বাচন জমজমাট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৩ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার জলাবাসা সমবায় সমিতি লিগিটেডের নির্বাচন হতে যাচ্ছে আগামী ২৮ জানুয়ারি। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করতে বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টা থেকে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। গত ৩ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ায় পর এদিন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হলো। এবারের নির্বাচনে মোট সাতজন প্রতিদ্বন্দিতা করবেন। নির্বাচনে সর্বমোট ১৭৬২ জন শেয়ারহোল্ডারের মধ্যে মোট সাতজন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এবারের নির্বাচনে পাঁচটি আসনের জন্য মোট সাতজন প্রতিদ্বন্দীরা হলেন মদন মাহান নাথ, রীনা নাথ, ময়না দেবনাথ, মতিলাল দাস তালুকদার, সজল মালেকার, দীপক নাথ ও মানিক সুব্রধর। আগামী ২৮ জানুয়ারি সকাল ৮ টা থেকে জলাবাসা সমবায় সমিতির নির্বাচন শুরু হবে। ওই দিনই নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষে গণনা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে। দিনই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে জানান এবারের নির্বাচন অফিসার জমজিৎ রায়।

অবশেষে প্রধানের পদত্যাগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৩ জানুয়ারি।। অবশেষে পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন কমলাসাগর বিধানসভার পাথারিয়ান্নার পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জনা রায়। যদিও দল ইউনিফর্ম প্রায় ১৭ দিন আগেই তাকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল। তিনি নিজের পদত্যাগ পত্র বিশালগড় সমষ্টি আধিকারিকের কাছে জমা দিয়েছেন বলে খবর। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগে টিএসআর চাকরির অফার ছাড়া হয়েছিল। সেই তালিকায় ছিল না পঞ্চায়েত প্রধান অঞ্জনা রায়ের ছেলে আশীর্বাদ রায়ের নাম। তাই প্রধানের ছেলে তার মতো আরও কয়েকজন বঞ্চিত বেকার যুবককে নিয়ে দলীয় অফিস ভাঙুর করেন বলে অভিযোগ উঠে। মধুপুর এবং রাস্তারমাথাস্থিত দলীয় অফিসে আওন লাগিয়ে দিয়েছিল তারাই। স্থানীয় এক নেতার বাড়িতেও আওব চালানোর অভিযোগ উঠে তাদের বিরুদ্ধে। তাই ছেলের কার্যকলাপের জন্য তার মাকে শাস্তিস্বরূপ পদত্যাগ পত্র জমা দিতে বলা হয়। প্রথমে তিনি পদত্যাগ পত্র জমা দেননি। পরে অবশ্য তিনি দলের নির্দেশ মানতে বাধ্য হলেন।

যুব দিবসে জনসেবায় তৃণমূল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৩ জানুয়ারি।। ১২ জানুয়ারি বীর সন্মাসী চির গৈরিকথারী স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মদিন। ১৯৮৪ সালে ভারতবর্ষের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের পরই রাজীব গান্ধী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই পূণ্য দিবসটিকে জাতীয় যুব দিবস হিসাবে উদ্‌যাপনের। রাজীব গান্ধী নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি দিনটিকে গোটা দেশে উদ্‌যাপন করছে জাতীয় যুব দিবস হিসাবে স্মরণ করছে ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের আদর্শ অনুসারী যুবশক্তির প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দকে। এই বছর ১২ জানুয়ারি ছিল এই যুব দিবসের ৩৬তম সঞ্চরণ। ধলাই জেলা সদর আমবাসায় সরকারিভাবে এই মহতী দিবসটি উদ্‌যাপনের তেমন কোনও ছবি দেখা যায়নি। তবে এই দিবসটিকে জনসেবার মাধ্যমে যথার্থ উদ্‌যাপনে দেখা গেল তৃণমূল ৰুৎপ্রেস নামক সাম্প্রতিক শক্তি সঞ্চয় করা রাজনৈতিক দলটিকে। এর্দীন তৃণমূল কংগ্রেসের আমবাসার যুব নেতা-কর্মীরা তাদের দলীয় কার্যালয়ে স্বামীজির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের পর চান্দ্রাইছাড়স্থিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সকল রোগীদের মধ্যে ফল, মিষ্টি, দুধ, খাবারসহ এবং মাছ বিতরণ করে। এরপর আমবাসা বাজারে বধ গরির মানুষের হাতে তুলে দেয় নতুন কঞ্চল ও মাছ। তেমন কোনও প্রচারের আদো না ছড়িয়ে জনসেবার মধ্য দিয়ে স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে আমবাসার যুব তৃণমূলদের এই প্রয়াস সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ সাড়া জাগায়। তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রশংসনীয় কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন সুমন দে, উদ্ভম কলই, বাবুল সাহা (মনা) অসিত ঘোষ, পঞ্চজ দেবনাথ, মিঠন বিশ্বাস, পিউ দেব, বিদ্যা দেববর্মা প্রমুখরা।

জওয়ানদের ফিরিয়ে আনার দাবি জানালেন মানিক সরকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। বাইরের রাজ্যে কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। বৃহস্পতিবার মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই আবেদন জানিয়ে একটি চিঠিও দিয়েছেন। সম্প্রতি হুগলিগড়ের কমালা খনিতে কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানদের দুরাবস্থা নিয়ে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। এছাড়া দিল্লিতে বধ আগে থেকেই কর্তব্যরত রাজ্যের টিএসআর জওয়ানদের দুরাবস্থা নিয়ে অভিযোগ উঠছিল।

অজানা আতঙ্ক

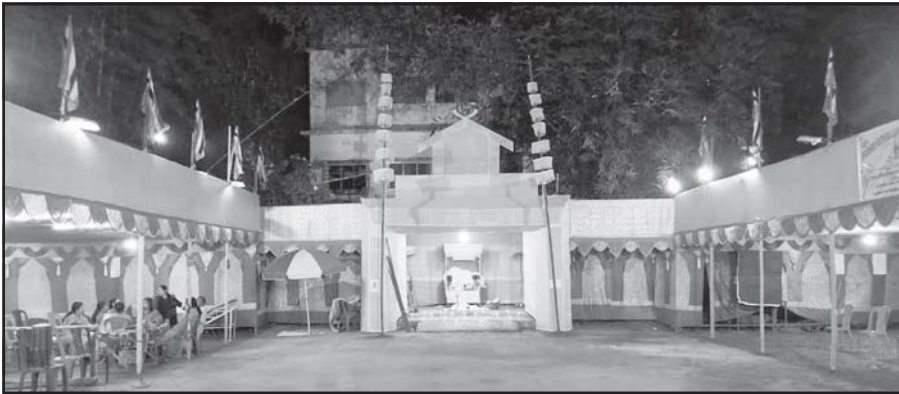
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি। নতুন আতঙ্কে ভুগছেন ৬-আগরতলা কেন্দ্রের সুদীপ অনুগামীরা। আবার শ্যাম রাখি না কল রাখি অবস্থায় যারা আছেন তারা পড়েছেন মহা বিপদে। তথা সংস্কৃতি দফতরের ব্যবস্থাপনায় এতিহাবাহী লাই-হারাওবা উৎসব ও মেলার যে আমন্ত্রণপত্র ও সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে সেখানে অনেক অতিথির নাম ছিলো। যদিও পরবর্তী সময়ে গোটা আয়োজন স্থগিত করা হয়েছে করেনা পরিস্থিতিতে, তারপরেও বলা সেই আমন্ত্রণপত্রে ছিলো না এলাকার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের নাম। বিষয়টি নিয়ে আয়োজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে একজন জানিয়েছেন, সুদীপ রায় বর্মণকে মৌখিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। তিনিও স্বীকার করেছিলেন আমন্ত্রণপত্রে এলাকার বিধায়কের নাম ছিলো না। কোনও এক অজানা আতঙ্কে সমস্ত আমন্ত্রণপত্র লোপাট করেছে কমিটির আতঙ্কস্হরা।

অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের জওয়ানরা দিনের পর দিন কাজ করে চলেছে। ত্রিপুরার গর্ব টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা বছর খানিক আগে থেকেই বহিরা্াজ্যে কর্মরত। ত্রিপুরার টিএসআর জওয়ানদের খারাপ অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও বিরোধী দলনেতা কোনও দিন মুখ খুলেননি। তিনি চুপ করেই ছিলেন। কখনো জওয়ানদের জন্য তাকে মুখ খুলতে দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এই প্রথম বিরোধী দলনেতা বহিরা্াজ্যে কর্মরত টিএসআর জওয়ানদের দুরাবস্থা নিয়ে মুখ খুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে তিনি বলেছেন, বাইরের রাজ্যে পাঠানো টিএসআর জওয়ানদের থাকার অবস্থা ভালো নয়। বহু চেষ্টার পর বিশেষ করে রাজ্যের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা, আইন-শৃঙ্খলা-সহ শান্তি সম্প্রীতি সুরক্ষার জন্য একের পর এক টিএসআর বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়া

এখনও জারি আছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে দেশের সরকারের অনুরোধ টিএসআর (আইআর ব্যাটেলিয়ন) জওয়ানদের রাজ্যের বাইরে স্বল্প সময়ের জন্য পাঠানোর বিধান রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে টিএসআর জওয়ানদের একটি অংশকে দীর্ঘ সময়ের জন্যই বাইরের রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে। এনিয়ে টিএসআর জওয়ান এবং তাদের পরিবার সদত কারণেই ক্ষুব্ধ। টিএসআর জওয়ানদের যে রাজ্যে পাঠানো হয়েছে সেখানে জওয়ানদের থাকা-খাওয়া-সহ আবশ্যক সহায়ক ব্যবস্থা যেভাবে থাকার কথা সেইভাবে নেই। এর পরিণামে জওয়ানদের বহু সমস্যায় সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এটা জওয়ানদের মনোবলেও আঘাত করছে। জওয়ানদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করছে। এটা কোনওভাবেই প্রত্যাশিত ছিল না। ত্রিপুরার জন্য এটা ক্ষতিকর। ত্রিপুরার প্রয়োজনে এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রক্ষে বাইরের রাজ্যে পাঠানো জওয়ানদের দ্রুত ফিরিয়ে আনতে

দাবি করেছেন মানিক সরকার। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতেও যাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য এই জওয়ানদের বাইরের রাজ্যে পাঠানো না হয় তার দাবিও তুলেছেন। এই চিঠির পর অনেকে মধেই গুঞ্জন শুরূ হয়েছে। রাজ্যের টিএসআর জওয়ানদের বাইরে দীর্ঘ সময়ের জন্য পাঠানো শুরু হয়েছিল দুই বছর আগে থেকে। টিএসআর তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের বড় একটি অংশকে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল। সেখানেও জওয়ানদের ঠিকভাবে থাকার জায়গা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। এসব অভিযোগের মুখেই অনেক জওয়ান নানাভাবে ক্ষোভ জানিয়েছেন। অথচ বিরোধী দলনেতা অথবা বিরোধী দলগুলি এই ঘটনায় কোনওদিনও মুখ খুলেননি। অবশেষে হুগলিগড়ে জওয়ানদের থাকার খারাপ অবস্থা নিয়ে একটি ভিডিও ভাইরাল হতেই মুখ খুলতে বাধ্য হলেন মানিক সরকার।

বিলম্বে বোধোদয়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। একেই বলে বিলম্বে বোধোদয়। প্রতিবাদী কলম’র ১২ জানুয়ারির সংস্করণে ৪-র পাতায় ‘করোনা পরিস্থিতিতে লাই-হারাওবা মেলা, মুখ্যসচিবের নির্দেশ ‘অমানা’ শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। রাজ্য তথা সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় এ

আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবশেষে পত্রিকায় তথ্য সংস্কৃতি দফতরের তরফে বিজ্ঞপন দেওয়ার পর সেই মেলা ও উৎসব ‘নামকাওয়াডে’ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেলা ও উৎসব বলতে যা বোঝায়, সেই অর্থে অভয়নগর পৃথিবা দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণে তার

আয়োজন নেই। কিন্তু পত্রিকায় বিজ্ঞপন দিয়ে যেভাবে প্রচার করা হয়েছে তাতে অনেক ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী চলে এসেছেন। বৃহস্পতিবার আধ্যাত্মিক নিয়ম মেনে লাই-হারাওবা উৎসবের সূচনা পর্বের পূজা শুরু হয়েছে। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

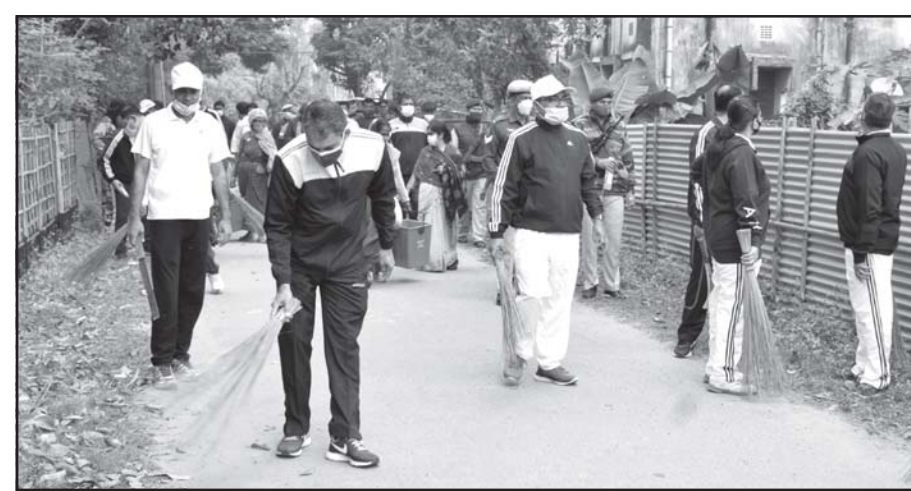
যুব কংগ্রেস সভাপতি তন্ময়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। যুব কংগ্রেসের প্রশ্নে সভাপতি তন্ময় চক্রবর্তী। সাংগঠনিক নির্বাচনের পর তার জয় শুধু ঘোষণার অপেক্ষা। এ সময়ে বীরজিৎপন্থী তন্ময় চক্রবর্তীকে নিয়ে নতুন করে রাজ্য যুব কংগ্রেসের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেছে। এই সময়ে যুব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনের জন্য যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন তাই হলেন — তন্ময় চক্রবর্তী, অভিজিৎ সরকার, সিরাজ উল ইসলাম, রাকু দাস, সাহিন দেববর্মা, অনুপম পাল। এর মধ্যে তন্ময় চক্রবর্তী সবচেয়ে বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন। কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেস রাজনীতির সাথে থাকা তন্ময় চক্রবর্তী কঠিন সময়ও দলের নীতি আদর্শের প্রতি অবিশ্বল ছিলেন। দাবি করা হচ্ছে, মাঠে থেকে যারা যুব কংগ্রেসের আন্দোলন করছেন, তাদের মধ্যে তন্ময় চক্রবর্তী অন্যতম। শুধু তাই নয়, প্রতিদ্বন্দীদের মধ্যে কাউকেই তেমনভাবে মাঠে না দেখা গেলেও তন্ময় চক্রবর্তী যে ময়দানমুখী ছিলেন তা অনেকে মুখেই শোনা যায়। তবে এই সময়ের মধ্যে তন্ময় চক্রবর্তী ছাড়া অন্যান্যদের নিয়ে কোনও কোনও মহল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর ব্যাখ্যা করতে চাইছে। বীরজিৎপন্থী তন্ময়কে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা। বীরজিৎ সিনহাকে সামনে রেখে কংগ্রেস যে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছে সেখানে তন্ময় চক্রবর্তী যুবদের অগ্রসরণের নেতা। বলা যায়, যুব শক্তির ব্যাটন তন্ময়ের হাতে তুলে দিয়ে বীরজিৎবাবু লড়াই তেজি করবেন।

যুব দিবসে সংবর্ধনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন করল উত্তর যোগেন্দ্রনগরের প্রতায় সামাজিক সংস্থা। অনুষ্ঠানে ২৮নং ওয়ার্ডের পুর পরিষদ নন্দদুলাল দেবনাথকে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন তেলিয়ামুড়া কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. কিশোর রায়, প্রতায় সামাজিক সংস্থার সহসভাপতি অসীম পুরকায়স্থ, সম্পাদক অর্জুন সাহা সহ আরও কয়েকজন। প্রতায় সামাজিক সংস্থা থেকে এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

সাফাই করলেন ডিজিপি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। সাফাই অভিযানে নামলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি ভিএস যাদব। বৃহস্পতিবার তিনি নিজেও অন্য পুলিশকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নেমেছিলেন। এডিনগর পুলিশ জঙ্করি। এই উদ্যোগেই পুলিশ কর্মীরাও

আবর্জনা সাফাইয়ে ডিজিপি’র সঙ্গে পুলিশের অন্যান্য অফিসাররাও ছিলেন। আইপিএস ভিএস যাদব বলেন, আমাদের চারপাশেই আবর্জনা মুক্ত রাখা খুবই দরকার। করোনা অতিমারির মধ্যে আমাদের চারপাশকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা জঙ্করি। এই উদ্যোগেই পুলিশ কর্মীরাও

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে शामिल হয়েছেন। এদিকে, পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার উজ্জয়ন্ত প্রসাদে পুলিশ গ্যালারি ঘুরে দেখেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীযু দেববর্মণ। এই জায়গায় ত্রিপুরা পুলিশের ইতিহাস এবং বীর তেজের কাহিনিগুলি ছবিতে প্রদর্শনী করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনক বললেন বীরজিৎ জিতেন বললেন হতাশাব্যাঞ্জক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে বসে যে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন তার প্রসঙ্গ নিয়ে রাজনৈতিক তর্কমুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেস এবং সিপিএম শীর্ষ নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনের পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। বীরজিৎ সিনহা তার প্রতিক্রিয়া বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী যে কথাগুলো বলেছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে কিছু বলা সেটা তার ইচ্ছের মধ্যেও নেই। তারপরও প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে যে কথাগুলো তুলে ধরেছেন, সেটার বিবোধাগর করার ইচ্ছা না থাকলেও বলতে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের বিষয়টিকে সামনে এনে সত্যিকারের তদন্তে প্রভাব ফেলেছেন তিনি। যে পাঞ্জাবে ঘটনার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন ছিলো সেই ঘটনাটি এখন সুপ্রিম কোর্টের বিষয়। বীরজিৎ সিনহা এই দাবি করে বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আগেই কেন এমন মন্তব্য করে সাংবাদিক সম্মেলন? তার পেছনে কি কারণ রয়েছে? নিরপেক্ষ তদন্তের কথা শুনে বলা হচ্ছে সেখানে এই ধরনের মন্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনক বলার পাশাপাশি

বীরজিৎ সিনহা এও বলেছেন, আসলে তিনি তো এভাবেই কথা বলেন। বীরজিৎ সিনহা এও বলেছেন, একবার ইন্দিরা গান্ধি ভাষণ দিচ্ছিলেন ওই সময় তার উপর ‘বস্তু’ নিক্ষেপ করা হয়। আক্রান্ত অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধি ঘোষণা দিয়েছিলেন যারা তাকে উদ্দেশ্য করে যা নিক্ষেপ করেছে তারা কেনেইবা নিক্ষেপ করলে তার কারণ বের করতে হবে। বীরজিৎ সিনহা বলেছেন, বিজেপি নতুন দল। তার বয়স বেশি নয়। তারা আরএসএস’র কথা বলছে। অথচ আরএসএস’র লোক নাথুরাম গডসে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করেছেন। তারা তো নাথুরাম গডস-র প্রতিনিধি। তাদের মুখেই এসব কিছু বানায়। বীরজিৎ সিনহা বলেন, পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। যারা ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন তাদের সাত শতাধিক লোক হারাতে হয়েছে। দীর্ঘ আন্দোলন করেছেন। বীরজিৎ সিনহা বলেন, একজন রাষ্ট্রপতি হতে গেলে তাকে সহনশীল হতে হয়। যেটা ইন্দিরা গান্ধি পেরেছেন, তারপর আর কেউ পারেননি। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী তার লিখিত বক্তব্যে বলেছেন, গত ৪ জানুয়ারি স্বামী

জনসভার পর থেকে রাজ্যে কোভিড-এর পুনঃ সংক্রমণ ক্রমশ আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। এরকম একটি কঠিন পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসী গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো কোভিড মোকাবিলায় বিশেষ করে কোভিড-র নতুন সংস্করণ ওমিক্রন নিয়েগ্নে মুখ্যমন্ত্রী তার সরকারের পদক্ষেপের কথা বলবেন সাংবাদিক সম্মেলনে। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে ১২ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী কোভিড-র নতুন প্রবাহের মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রস্তুতি সম্পর্কে যা শোনালেন তা অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক। জিতেন চৌধুরী তার দলের তরফে বক্তব্যে গান্ধিকে হত্যা করেছেন। তারা তো নাথুরাম গডস-র প্রতিনিধি। তাদের মুখেই এসব কিছু বানায়। বীরজিৎ সিনহা বলেন, পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। যারা ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন তাদের সাত শতাধিক লোক হারাতে হয়েছে। দীর্ঘ আন্দোলন করেছেন। বীরজিৎ সিনহা বলেন, একজন রাষ্ট্রপতি হতে গেলে তাকে সহনশীল হতে হয়। যেটা ইন্দিরা গান্ধি পেরেছেন, তারপর আর কেউ পারেননি। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী তার লিখিত বক্তব্যে বলেছেন, গত ৪ জানুয়ারি স্বামী

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেঘ : পারিবরিক ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিয়ের যোগ আছে।
বৃষ : পারিবরিক ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে উর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন।
মিথুন : সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শুভ ফল পাওয়া যাবে। অকারণে দুষ্টিতা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।
কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে।
পারিবরিক ব্যাপারে : কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিয়ের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায় লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু মনোবিক্ষেপের যোগ আছে।
সিংহ : প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক উন্নতির যোগ আছে।
আর্থিক ক্ষেত্রে : আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে সহকর্মীর ধারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।
কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীর অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে অধিক উৎকণ্ঠা ও দৃষ্টিভ্রম থাকবেন। ব্যবসায় লাভবান হবার যোগ আছে।
তুলা : সরকারি কর্মে উর্ধ্বতনের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কর্মে : কর্মক্ষেত্রে সন্তোষ আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল। শিল্প সংস্থায় কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার।
বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত করতে হবে। সরকারি কর্মে নানান বামেলার সম্মুখীন হতে হবে। স্বাস্থ্য নিয়ে দৃষ্টিভ্রম থাকবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ আছে। অর্থ ভাগ্য শুভ।
ধনু : দিনটিতে কর্মে বাধা-বিয়ের মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষতি বা বামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। দিনটিতে সতর্ক থাকবেন।
মকর : সরকারি কর্মে চাপ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। উর্ধ্বতনের সঙ্গে মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ আছে। কর্মস্থান বা কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দৃষ্টিভ্রম বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যের মতো পরিবর্তন করবেন না। তবে কোন অসুবিধা হবে না।
কুম্ভ : প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত বৃদ্ধিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। সরকারিভাবে কর্মে উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ভাব শুভ। ব্যবসায় লাভবান হবার লক্ষণ আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে।
মীন : পারিবরিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিয়ের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান থাকবেন। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসাতে লাভবান হওয়ার দিন। প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়। সম্ভানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

জিপিএটি’র রামনগর জোনের সাধারণ সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা’র রামনগর জোনের অষ্টম বার্ষিকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিমল কান্তি চক্রবর্তী, ননী গোপাল গাঙ্গুলি ও মহামায়া চক্রবর্তীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। জিপিএটি’র সংগঠন সম্পাদক বাল্ল বৈদ্য সভায় উদ্ঘোষন করে বলেন, ভয় ভীতি ও বিভ্রান্তি জয় করেছে এগিয়ে যেতে হবে। সাধারণ সভাগুলোই সংগঠনের শক্তিকেন্দ্র। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক সমরেন্দ্র ধর। প্রতিনিধিদের আলোচনার পর সেটি গৃহীত হয়। সভায় প্রধান বক্তার ভাষণে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র বণিক বলেন, ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে পেনশনারদের জীবনধারণ কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ সরকার প্রাপ্য মহার্ঘ রিলাফ মঞ্জুর করছে না। গত চার বছরে মাত্র তিন শতাংশ মহার্ঘ রিলাফ মঞ্জুর করা হয়েছে। এখানে বকেয়া রয়েছে আঠাশ শতাংশ। চিকিৎসা ভাতা সেই পাঁচশ টাকাই রয়ে গেছে। উৎসব অনুদানও বাড়ানো হচ্ছে না। এসব বঞ্চনা দূর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হলেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। সরকার অসৌজন্যমূলক আচরণ করছে। আলোচনার কোণে সুযোগ মিলছে না। এ অবস্থায় নিজেদের প্রাণ্য আদায়ে সরব হইই হবে। সেজন্য চাই সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি। প্রতিটি এলাকায় সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে। নিয়মিত অশক্ত, প্রবীণতম মানুষের যৌজখবর নিতে হবে। নতুন পেনশনার ও পারিবরিক পেনশনারদের সদস্য করার প্রয়াস চালাতে হবে যাতে নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সম্পাদক ও মুখপত্র প্রবীণ-র সম্পাদক প্রবীর সরকার সদস্যদের

মধ্যে পারম্পরিক যোগাযোগ নিবিড় করা এবং মুখপত্রের গ্রাহক, পাঠক বৃদ্ধি ও লেখা সংগ্রহের উপর জোর দেন। সভায় জোনের সভাজন প্রবীণতম সদস্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তারা হলেন রবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, শুধাংশু ভূষণ দত্ত, অনিত রোজন কর, উমাপদ দত্তগুপ্ত, ননী গোপাল গাঙ্গুলি, সভায় চন্দ্র চক্রবর্তী

ও নিভা ভট্টাচার্য। সভায় পর্যট্রিশ জনকে নিয়ে নতুন কর্মটি গঠিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন বিমল কান্তি চক্রবর্তী ও রামপ্রসাদ মজুমদার। চারজন সহসভাপতি নির্বাচিত হন—সমরেন্দ্র ধর, ননীগোপাল গাঙ্গুলি, মহামায়া চক্রবর্তী ও শম্ভু পাল। দুইজন সহসম্পাদক নির্বাচিত হন দিলীপ চক্রবর্তী ও গৌরী শঙ্কর কুতু।

No. F.1 (viii)/Procurement & repairing/Accounts/NHM/MS/DDH/ KII/Dli/2021-22/D. No.	
Government of Tripura Office of the Medical Superintendent Dhalai District Hospital, Kulai	
Dated, Kulai, the 11 th January 2022.	
Sealed Tenders for monthly rental for canteen at Dhalai District Hospital, Kulai, Ambassa, Dhalai Tripura are hereby invited from the registered SHG(registered under NRLM).	
The Last date of tender submission is till 24/01/2022 up to 05:00 PM	
The tenders will be opened at 11:00 AM/PM on 25/01/ 2022, if possible.	
The details of Tender Documents may be collected from the Office of the Undersigned up to 04:00 PM on any working day till 24/01/2022.	
Sd/- Illegible Medical Superintendent Dhalai District Hospital, Kulai, Dhalai, Tripura	

No. F.1 (viii)/Procurement & repairing/Accounts/NHM/MS/DDH/ KII/Dli/2021-22/D. No.	
Government of Tripura Office of the Medical Superintendent Dhalai District Hospital, Kulai	
Dated, Kulai, the 11 th January 2022.	
The undersigned on behalf of the Dhalai District Hospital invites bids for auction of the materials from eligible bidders.	
The last date of tender submission is till 25/01/2022 up to 05:00 PM. The Tenders will be opened at 11:00 AM/PM on 27/ 01/2022, if possible.	
The details of Tender Documents may be collected from the Office of the Undersigned up to 04:00 PM on any working day till 25/01/2022.	
Sd/- Illegible Medical Superintendent Dhalai District Hospital, Kulai, Dhalai, Tripura	

আজ রাতের ওয়ুথের দোকান
ইস্টার্ন মেডিকেল হল
৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

আগরতলা পুর নিগম

সেহা নং: F.2 (PN)/PRO/ PUB/AMC/
2018

আগরতলা

তাং-১৩/০১/২০২২

—ঃ পুর বিজ্ঞপ্তি ঃ—

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের সুবিধার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কোভিড সংক্রমিত পরিবারের বাড়ির আবর্জনা যত্নতর ফেলবেন না। আপনাদের নিষ্পেক্ষিত আবর্জনার মাধ্যমে করোনার সংক্রমণের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগরতলা পুর নিগম বাসিনদের করোনার সংক্রমণ হতে সুরক্ষার কথা চিন্তা করে নিম্নলিখিত হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করলে আগরতলা পুর নিগমের কর্মচারীবৃন্দ কোভিড সংক্রমিত পরিবারের বাড়ির আবর্জনা বিনামূল্যে সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে।

পুর নাগরিকদেরকে এই সুবিধা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জোনাল অফিস ভিত্তিক

ক্রমিক নং	জোন	নাম	ফোন নং
১	সেন্ট্রাল জোন	শ্রী যুবরাজ সরকার (অটো ক্রমিক নং-১২)	৯৪৩৬৯১৮৩২৫
২	নর্থ জোন	শ্রী বিষ্ণু সরকার (অটো ক্রমিক নং-৭৬)	৯৭৭৪১৪৯১৪৫
৩	ইস্ট জোন	মহঃ আলামিন মিজ্রা (অটো ক্রমিক নং-৪৩)	৯৩৬৬৩৪৩৭১৮
৪	সাউথ জোন	শ্রী রাকেশ দাস (অটো ক্রমিক নং-৫৯)	৮৭৩২৮৭৪৫৬৮

ধন্যবাদান্তে

স্বঃ

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৪০৪ এর উত্তর

5	2	7	4	8	6	3	9	1
3	8	9	5	2	1	7	6	4
6	4	1	3	9	7	2	8	5
2	1	8	6	7	9	4	5	3
4	9	5	8	3	2	1	7	6
7	3	6	1	5	4	9	2	8
1	5	2	7	4	8	6	3	9
9	6	3	2	1	5	8	4	7
8	7	4	9	6	3	5	1	2

ক্রমিক সংখ্যা — ৪০৫								
7	4	2	5	8	9			
5			7			8	9	
8				3	4	5		
	5			7	1			
3	7	1	8	5			2	
		7	4		5			
		8	1		3	5	4	2
4	3				8	7	1	

জানা অজানা

মোহনীয় মোহনচূড়া

মাটি থেকে ৭—৮ ফুট ওপর দিয়ে ছন্দে ছন্দে দুলতে দুলতে উড়ে আসছে একটি পাখি। দৃষ্ট এক বালকের চোখে পড়ে দৃশ্যটা। বালক কৌতূহলী হয়ে ওঠে। পাখিটি বারবার গোলাকার পাখা দুখানা মেলেছে, আবার খুলছে। মেলে থাকা পাখার দুই প্রান্ত ঘাড়ের দুপাশে চমতার নকশা আঁকা দুখানা হাতপাখার মতো লাগছে। মাটিতে নামার আগে পাখিটি শুনো এক পাক ঘোরে। পাখা ও লেজের ওপরের সাদা-কালো ভেরা দাগ দেখে বালক মুগ্ধ হয়। কী সুন্দর পাখি রে! হাঁটতে হাঁটতে পাখিটা মাথার ওপর যেন অসৌকিক ফুল ফোঁটায় একটা। একেবারে জাপানি হাতপাখার মতো দেখাচ্ছে ওটাকে। বালক এবার নিজের অজাড্‌ইে ক্রলিং করতে শুরু করল। যদি ধরা যায়। না, কাছাকাছি যেতেই উড়াল বেশ পাখিটা। অনেকটাই ‘হিপ হিপ হুররে, চলে যাই দুররে’ ধরনের ডাক ছাড়তে ছাড়তে হারিয়ে যায় দূরে। গলাটা বেশ মোলায়েম ও সুরেলা। ঠিক এ রকম দৃশ্যের অবতারণা রাজধানী ঢাকা মহানগরের পার্ক-উদ্যান-প্রাঙ্গণ-খোলা জায়গাশহ দালানকোঠার ছাদেও হতে পারে। কমলাপুর রেল স্টেশন এলাকা মতিঝিল-দিলকুশার ভোরবেলার নির্জন-নিরিবিলি রাজপথ, ফুটপাথসহ মিরপুরের জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান-চিড়িয়াখানাও পাখিটিকে পিলপিল পায়ে হাঁটতে দেখা যায়। বৃষ্টিভেজা রাজপথেও ঘুরতে পারে খাবারের তন্দ্ৰাশে। ২০১৮-এর জুলাইয়ের এক ভোঁররাত্তে মুগদাপাড়া থেকে ঢাকা মেডিক্যাল যাওয়ার পথে হাঁটছি। শিশু অ্যাকাডেমি পার হতেই একজোড়া পাখি কার্জন হলের দিকে থেকে উড়ে এসে বসে দোয়েল চব্বরের দোয়েল পাখির পিঠে। এই রাজধানীতে গুদের দেখা মেলে। শরৎ থেকে মাঘ পর্যন্ত বেশি দেখা যায়। রাজধানীবাসী অন্য পাখিরা



এদের কিছুই বলে না। তাই বলে পাখিটিকে ভয় পায় বা সমীহ করে, এমনটা বাক্তিগতভাবে মনে হয় না আমার। এর পেছনে গোপন-গুঢ় কোনো রহস্য থাকতে পারে। তবে শরৎ-শীতের পরিযায়ী খঞ্জন পাখিরা মাটিতে বা ছাদে নেমে এই পাখিটিকে দেখলে তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু পাখিটি যে—ই না মাথার ফুল ফুটিয়ে দেয়, অথবা মেলে ধরে দুপাখার ছাতা দুখানা, খঞ্জনরা তখন ঘাবড়ে যায়। খঞ্জন আর এই পাখিদের খাদ্য তালিকা মোটামুটি এক। এই দুই জাতের পাখিই মাটিতে বা ছাদে হেঁটে হেঁটে খাদ্যের সন্ধান করে। খঞ্জনরা নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাদের লম্বা লেজটা অনবরত শিল্পিত ছন্দে নাচিয়ে মাথার ওপরে ফুল ফোটানো পাখিটির নাম মোহনচূড়া। আরও অনেকগুলো নাম আছে, ছপো, ছন্দহ, পাখা পাখি, সোনেরামান পাখি, মাটিচৌকরা ও বালুচৌকরা। আকার-গড়ন ও চালচলনে কাঠচৌকরার সঙ্গে মেলে, তাই চৌকরাটা এসে গেছে। ইংরেজি নাম কমন ছপো। বৈজ্ঞানিক নাম upupa epops। এদের একটি উপ প্রজাতি, উপুপা সেইলোনেনসিস) আমাদের

একান্তই আবাসিক পাখি। epops আমাদের দেশের পরিযায়ী পাখি। আবাসিকটার অর্থ হচ্ছে আমাদের দেশে বাসা করে ডিম-ছানা তোলে। আমার মেহভাজন প্রাণিবিজ্ঞানী মনিরুল খান। তিনি টেলিফোনে জানিয়েছেন, সংখ্যায় আবাসিকটাই বেশি। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ২০০৪ সালের ১৪ নভেম্বর ‘উদ্ভাস্ত আবাবিল’ নামে আমার একটি দীর্ঘ লেখা ছাপা হয়েছিল। সেই লেখাতে ঢাকা শহরে আমার দেখা দুটি মোহনচূড়ার বাসার কথা উল্লেখ ছিল। আমার লেখা বাংলাদেশের পাখি, দ্বিতীয় খণ্ড (প্রকাশক: বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমি, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০০ সাল) বইয়েও আমার কৈশোরে দেখা মোহনচূড়ার বাসা ও পাটটি ডিমের বর্ণনা আছে। আমি বেশ কবার এদের মাথার চূড়া বা ফুলসহ চৌঁচেরে মাপ নিয়েছি। গড় মাপ সোয়া ৫ সেমি। দূরে দাঁড়িয়ে হাতের আঙুলে তুবড়ি বাজালে ওরা মাথার ফুলটি প্রস্ফুটিত করে। সামনে সাপ-বেজি-গুইসাপ-গিরগিটি পড়লেও এরা ফুল ফোঁটায় ও চৌঁটটি উঁচু করে, চৌঁটে চৌঁটে ‘চৌঁটচালি’ বাজিয়ে সাবধানবাণী ঘোষণা করে। খোঁড়ুলের ভেতর সম্মিলিত কণ্ঠে ফৌসফৌস আওয়াজ তোলে, যাতে শত্রুরা গোখরা সাপের ফৌসফৌসানি ভেবে ঘাবড়ে যায়। এটা আশ্রয়ক্ষার একটা মোক্ষম অস্ত্র গুদের। মোহনচূড়া বা ছপোর দৈর্ঘ্য ৩১ সেমি। ওজন ৬৫ গ্রাম। মাথার ওপরে ফুল ফোটানো ও পাখা তৈরি করতে পারা পাখি বাংলাদেশে দ্বিতীয়টি নেই। চৌঁচের গোড়া থেকে শুরু করে কপাল ও মাথার তালু হয়ে ১৫ থেকে ১৬টি লম্বা—চওড়া পালক সুবিন্যস্তভাবে সাজানো। পালক পালকের ভগায় চওড়া-কালো রং মাখানো, মনে হয় ধ্রুপদি কোনো শিল্পীর অলৌকিক তুলির পরশ! পালকগুলোর নিচের দিকটা লালচে-কমলা,

ঘাড়-মাথা-বুক-পেটের প্রায় পুরোটাসহ ঘাড়ের উপরিভাগের রংও ওই লালচে-কমলা। পেটের নিচের অংশ সাদাটে। লম্বা-সূচালো কালচে রঙের চৌঁটটির অগ্রভাগ নিম্নমুখী বক্র। খাটো দুই পাখার রং কালচে-ধূসর। এদের দুই পাখার উপরিভাগে পর্যায়ক্রমে আড়াআড়ি চওড়া টানের শিল্পিত-সৌন্দর্য এমনভাবে সুবিন্যস্ত যে দেখে মনে হয় রাজপথে পথচারী পারাপারের জেরা ক্রসিং। পাখার প্রান্তের ঠিক আগে অবশ্য চওড়া-কালো রং থাকে। লেজের উপরিভাগ কালো, তবে লেজের প্রান্তের ঠিক আগে চওড়া ও লেজের প্রান্তে আড়াআড়ি সাদা রেখা টানা। লেজের সুবিন্যস্ত পালকসংখ্যা ১০। মাথার ফুল ও পাখা এরা বন্ধ করে রাখে, ভয়ে-উত্তেজনায় ফুল ও পাখা মেলে দেয়। খাবার এরা মূলত পাতা খেয়ে খেয়ে খেয়ে মাটিচরদুম-মার্ভ-খাঁটনদীস-মোহনায় হেঁটে হেঁটে। প্রয়োজনে প্রলপিল পায়ে অবিশ্বাস্য ক্রততায় হাঁটতে পারে। তেমনি পারে দৌড়াতে। মূল খাদ্য নানা ধরনের পোকামাকড়, যেমন সুতোপোকা, বিভিন্ন ধরনের বিটল, গুয়াপোকা, ঝিঁবি, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

নতুন চেয়ারম্যান পাচ্ছে ইসরো

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি।। চন্দ্রযান-২ মিশনের ব্যর্থতা সঙ্গে নিয়েই ইসরো থেকে বিদায় নিচ্ছেন চেয়ারম্যান কে শিবন। শুক্রবার শেষ হচ্ছে তাঁর কার্যকালের বর্ধিত মেয়াদও। শিবনের পর ইসরোর নতুন প্রধান হচ্ছেন রকেট সায়োন্দের বিখ্যাত গবেষক এস সোমনাথ। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসেই শেষ হয় কে শিবনের চাকরির মেয়াদ। সেসময় চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁর মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। শুক্রবার সেইবর্ধিত মেয়াদও শেষ হচ্ছে। তাঁর পরিবর্তে ইসরোর চেয়ারম্যান, স্পেস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং স্পেস সেক্রেটারি পদে আনা হল এস সোমনাথকে। আগামী তিন বছর এই দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। দায়িত্ব পেয়েই নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন সোমনাথ। সেই সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিত আগামী দিনে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়েও কাজ করবে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এস সোমনাথ এই মুহূর্তে দেশের শীর্ষ স্থানীয় রকেট গবেষকদের মধ্যে একজন। এতদিন তিনি সামলাচ্ছিলেন বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারের ডিরেক্টরের পদ। ২০১৮ সালের ২২ ডিসেম্বর বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারের ডিরেক্টরের পদে বসেন তিনি। গত চার বছরে তাঁর সাফল্য দেখেই গোটা ইসরোর দায়িত্ব তাঁকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সোমনাথ লঞ্চ ভেহিকল ডিজাইন, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, স্ট্রাকচারাল ইলেক্ট্রনিকস, পাইরথেনিকস, মেকানিজম ডিজাইনিংয়ের মতো বেশ কিছু বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। পিএসএলভি নিয়ে গবেষণার জন্য বিশেষ খ্যাতি রয়েছে তাঁর। চন্দ্রযান-২ মিশনের রকেট ● এরপর দুইয়ের পাতায়

গণধর্ষণ করে যৌনাঙ্গে ঢোকানো হল ধারালো অস্ত্র ! সংকটজনক নাবালিকা

জয়পুর, ১৩ জানুয়ারি।। নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ধারালো অস্ত্র। রাজস্থানে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পারেননি চিকিৎসকরা। সেখান থেকে জয়পুরের জেএন লোক হাসপাতালে ভর্তি ১৬ বছরের ওই নাবালিকা। পুলিশ জানিয়েছে, বিশেষভাবে সক্ষম ওই নাবালিকাকে তিলজারা উড়ালপুলের নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। অভিযোগ, গণধর্ষণের পর নাবালিকার গোপনাস্তে ধারালো অস্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছে অভিযুক্তরা। তারপর তাকে উড়ালপুল থেকে নীচে ফেলে দেওয়াও হয়েছিল। মদলবার

কণ্টার্জিত জয় এগিয়ে চল’র

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : কাগজে-কলমে অনেকটা এগিয়েছিল এগিয়ে চল সংঘ। বিদেশি ফুটবলারের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন উচ্চমানের তিনরাজ্যের ফুটবলার এবং সেই সাথে প্রথম শ্রেণির স্থানীয় ফুটবলারদের সমন্বয়ে বৃহস্পতিবার মাঠে নেমেছিল এগিয়ে চল সংঘ। বাজেটের দিক দিয়ে তাদের সাথে কোন তুলনা চলে না শতাব্দী প্রাচীন বীরেন্দ্র ক্লাবের। দুইজন তিনরাজ্যের ফুটবলারকে বাদ দিলে বাকিরা সবাই ভূ মি পুত্র। রাখাল শিস্টের সেমিফাইনালে এগিয়ে চল সংঘ



দূর্বলতা বুঝিয়ে দিয়েছে। বীরেন্দ্র ক্লাবের মাঝমাঠে একজন গেমমেকারের অভাব রয়েছে। রক্ষণভাগ এবং আক্রমণভাগের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলার মতো একজন ফুটবলার এলেই দলটির চেহারা বদলে যাবে। মাঝমাঠে যারা খেলছে তারা প্রত্যেকেই আক্রমণাত্মক। আক্রমণে যাওয়ার পর অনেক সময় ঠিকভাবে নেমে আসতে পারছে না। ফলে প্রতিপক্ষ যখনই কাউন্টার আটাকে আসছে তখনই বীরেন্দ্র ক্লাবের বক্সে পরিষ্কজন অবস্থার সৃষ্টি হয়। এদিন উমাকান্ত মাঠে এমন দৃশ্য দেখা গেলো বার বার। শক্তিশালী প্রতি পক্ষের বিরুদ্ধে মোটেই রক্ষণাত্মক ভূমিকা যেেনি বীরেন্দ্র ক্লাব। ফলে শুরু থেকেই আক্রমণে যেতে থাকে। তবে যখনই আক্রমণে যায় বীরেন্দ্র ক্লাব তার পরবর্তী সময়ে কাউন্টার আটাক তৈরি করতে পেরেছে এগিয়ে চল সংঘ। ম্যাচের

২৮ মিনিটে বীরেন্দ্র ক্লাবের রিচার্ড ত্রিপুরা-র নিখুঁত সেন্টার থেকে এলটন ডার্লং গোলা করার সুযোগ পেয়েছিল। তবে কাজে লাগাতে পারেনি। ১ মিনিটের মধ্যেই দুরন্ত গতিতে আক্রমণে উঠে আসে এগিয়ে চল সংঘ। এই আক্রমণ থেকেই দলকে এগিয়ে দেয় দেবাশিস রাই। প্রথমার্ধের অস্তিমলগ্নে বীরেন্দ্র ক্লাবের একটি আক্রমণ থেকে মাঠে কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হয়। এগিয়ে চল সংঘের এক ডিফেন্ডার বীরেন্দ্র ক্লাবের লালনুন-কে বক্সে ফেলে দেয়। যদিও রেফারি আদিত্য দেববর্মা ফ্রিকিক-র নির্দেশ দেন। বীরেন্দ্র ক্লাবের দাবি, ফাউলটা বক্সে হয়েছে। সুতরাং পেনাল্টি প্রাপ্য। যদিও রেফারি এই দাবিতে কর্পপাত করেননি। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকা দলটি দ্বিতীয়ার্ধেও প্রথম দিকে দাপট বজায় রাখে। ৪ মিনিটে অ্যারিস্টাইড-র কাছ থেকে

বল পেয়ে সুযোগ হাতছাড়া করে দেবাশিস। ৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলাটি করে এগিয়ে চল সংঘ। একটি অসাধারণ আক্রমণ তৈরি করে তারা। অ্যারিস্টাইড-র কাছ থেকে বল পায় সনম। বক্সে অরক্ষিত দেবাশিস-র উদ্দেশ্যে বল বাড়িয়ে দেয় সনম। সুযোগসন্ধানী দেবাশিস গোলা করতে ভুল করেনি। ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর এগিয়ে চল সংঘ খেলা থেকে প্রায় হারিয়ে গেলো। হয়তো আত্মতুষ্টি। তবে তার সুযোগ নিলো বীরেন্দ্র ক্লাব। একাধিক আক্রমণ তৈরি করলো তারা। ১৫ মিনিটে প্রণব সরকারের সেন্টার থেকে লালনুন-র হেড অক্সের জন্য বাইরে যায়। ৩২ মিনিটে আরও একটি সুযোগ পেয়েছিল লালনুন। এক্ষেত্রে তার গোলমুখী জোরালো শট রুখে দেয় এগিয়ে চল সংঘ-র গোলকিপার। ম্যাচের শেষের দিকে লালনুন-র কাছ থেকে

●এরপর দুইয়ের পাভায়

টিসিএ-র প্রতি আর বিশ্বাস নেই

এবার সোনা মুড়ার মানুষই মহকুমাতে ক্রিকেট শুরু করবে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : টিসিএ-র অনুমোদনের অপেক্ষা না থেকে মহকুমার ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ-র কথা ভেবে কি এবার নিজেরাই ২২ গাজে নামবে সোনা মুড়া মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। জানা গেছে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নানা অজুহাতে নাকি সোনা মুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে এখনও টিসিএ-র অনুমোদন দেয় নি। যদিও টিসিএ-র যে সংবিধানের বিসিটিআই-র ব অনুমোদন দিয়েছে সেই তেই সংবিধানে নাকি ১৮টি অনুমোদিত মহকু মার মধ্যে সোনা মুড়ার নাম রয়েছে। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নানা অজুহাতে সোনা মুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন যেমন আটকে রেখেছে তেমনি কোন অনুদান বা আর্থিক বরাদ্দও দেওয়া হয়নি। এখানেই শেষ নয়, টিসিএ-র কোন ক্রিকেটে সোনা মুড়ার কোন দল যেমন অংশ নিতে পারেনি তেমনি সোনা মুড়ায় কোন ক্রিকেট হয়নি। জানা গেছে, সম্প্রতি সোনা মুড়ার ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিচ্ছে টিসিএ। এতে

মহকুমার কোন নেতা বা নেত্রী উদ্যোগ নিচ্ছেন না বলে সংবাদ প্রচারের পর নাকি এলাকাবাসী বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানিয়েছেন। তিনি নাকি সোনা মুড়াতে কিভাবে ক্রিকেট শুরু করা যায় সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে বলেছেন। অভিযোগ, ত্রিপুরা ক্রিকেটের ইতিহাসে নাকি নজিরবিহীনভাবে টিসিএ-র সংবিধানে থাকা একটি মহকুমা টিসিএ না অনুমোদন দিচ্ছে না দেখার অনুমতি দিচ্ছে। জানা গেছে, সোনা মুড়ার দলটি এখন ছেলে-মেয়েরা নাকি এখন ক্রিকেট ভুলে গিয়ে অন্য খেলায় যেতে চাইছে। এর মধ্যে বড় ঘটনা হচ্ছে, সোনা মুড়ার ছেলে রাজ্যের অন্যতম সফল ক্রিকেটার উদীয়ান বোস ইস্যু। অভিযোগ, উদীয়ান বোস ক্রিকেট রাজনীতির শিকার। উদীয়ান সোনা মুড়ার ক্রিকেটার হওয়ায় নাকি তাকে এক প্রকার রাজ্য দল থেকে নানা অজুহাতে বাদ দেওয়া হচ্ছে। যদিও রাজ্য দল তিনরাজ্যের যে তিনজন খেলতে এসেছিল এদের চেয়েও অনেক ভালো ক্রিকেটার উদীয়ান। উদীয়ান আজ রাজ্য

দলের বাইরে। কারণ নাকি সোনা মুড়ায় তার বাড়ি। যেহেতু সোনা মুড়া ক্রিকেট সংস্থা টিসিএ-র অনুমোদিত নয় তাই হয়তো উদীয়ান বাদ। তবে এখন নাকি সোনা মুড়ার মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। খোদ শশক বল বিজেপি-র রাজকজন নাকি ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ-র রাজনীতিতে প্রচন্ড ক্ষু্ধ। তারা চাইছেন, সোনা মুড়ার নিজেরা ক্রিকেট শুরু করুক। জানা গেছে, সোনা মুড়ার কয়েকজন প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ক্রিকেট কর্তা নাকি এর মধ্যেই আলোচনায় বসবেন। তারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলবেন। তারা চাইছেন, আর টিসিএ-র জন্য বসে থেকে লাভ নেই। ২০ জানুয়ারির পরই সোনা মুড়াতে ক্রিকেট চালু করতে। আপাতত জুনিয়র ক্রিকেট। তারপর ক্লাব ক্রিকেট। সোনা মুড়ার এক ক্রিকেট কর্তা বলেন, টিসিএ-র কর্তারা সোনা মুড়ায় এলে মানুষ তাদের নিশ্চয় যোগ্য জবাব দেবে। তার আগে আমরা। সোনা মুড়ার ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ক্রিকেট শুরু করার কথা ভাবছি।

মাঠে উত্তেজনা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : প্রথমার্ধের অস্তিমলগ্নে বীরেন্দ্র ক্লাবের এক ফুটবলারকে ফাউল করে এগিয়ে চল সংঘের এক ফুটবলার। বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবলাররা পেনাল্টির দাবি জানায়। তবে রেফারি আদিত্য দেববর্মা তাদের দাবিতে কর্পপাত করেনি। পশ্চিম দিকে লাইনম্যানের দায়িত্বে ছিলেন বর্ষীয়ান রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। তিনিও এই ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত করেননি। বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবলার থেকে শুরু করে সমর্থক প্রত্যেকের দাবি হলো, ফাউলটা বক্সে হয়েছে। সুতরাং পেনাল্টি প্রাপ্য। রেফারি পেনাল্টি না দেওয়াতে কিছু সময়ের জন্য মাঠে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বীরেন্দ্র ক্লাবের সমর্থক এবং সাইড বেঞ্চে বসে থাকা ফুটবলাররা রেফারিদের তুলোখোনা করে। বীরেন্দ্র ক্লাবের এক কর্মকর্তা বলে উঠেন, এদেরকে কেন পোস্টিং দেওয়া হয়। অন্যদিকে, এগিয়ে চল সংঘ-র ম্যানেজারকেও বেশ কয়েকবার দেখা গেলো চতুর্্থ রেফারির চেয়ারের দিকে তেড়ে আসতে। অর্থাৎ সম্ভ্রষ্ট নয় তারাও। মাঠে আরও বেশ কয়েকবার রেফারির সিদ্ধান্ত ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয়। যদিও বীরেন্দ্র ক্লাব বলেই হয়েছে। বড় ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। এদিন বীরেন্দ্র ক্লাবের পরিবর্তে যদি এগিয়ে চল সংঘের প্রতিপক্ষ অন্য কোন দল হতো তবে অবস্থা অনেক খারাপ হতো বলাইবাছল্য।

যুব দিবস উপলক্ষ্যে জনজাতি ক্রীড়া প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এবং গোমতী জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের সহায়তায় যুব দিবস উপলক্ষ্যে উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হলো জনজাতি ক্রীড়া উৎসব। মোট চারটি জনজাতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বালক এবং বালিকা উভয় বিভাগে প্রথম তিনজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মূলতঃ উপজাতি যুবাদের ভ্রাগস থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে সন্তোভা বৃদ্ধিতে এই জনজাতি ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই ক্রীড়া উৎসবে উপস্থিত ছিলেন উদয় পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল মজুমদার, সাই-র স্পোর্টস ট্রেনিং সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত রবিন্দার দেব, গোমতী জেলার ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীল সহ অন্যান্যরা।

যুব দিবস উপলক্ষ্যে

জনজাতি ক্রীড়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এবং গোমতী জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের সহায়তায় যুব দিবস উপলক্ষ্যে উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হলো জনজাতি ক্রীড়া উৎসব। মোট চারটি জনজাতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বালক এবং বালিকা উভয় বিভাগে প্রথম তিনজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মূলতঃ উপজাতি যুবাদের ভ্রাগস থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে সন্তোভা বৃদ্ধিতে এই জনজাতি ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই ক্রীড়া উৎসবে উপস্থিত ছিলেন উদয় পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল মজুমদার, সাই-র স্পোর্টস ট্রেনিং সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত রবিন্দার দেব, গোমতী জেলার ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীল সহ অন্যান্যরা।

নেটফ্লিক্সে নেইমার বড়

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি।। এবার আর শুধু মাঠে নয়, গুয়ের দুনিয়ার পর্দাও ম্যাতে আসছেন নেইমার। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে আসছে তার ডকু-সিরিজ ‘নেইমার : দ্য পারফেক্ট কেওস’। ডকু-সিরিজটি পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত পরিচালক ডেভিড চার্লস ব্রদ্রিগেজ। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার সেই সিরিজের ট্রেলার। সিরিজটি মূলত বানানো হয়েছে নেইমারের আত্মজীবনী নিয়ে। সেই ট্রেলারে ফুটিয়ে বোলা হয়েছে ব্রাজিলের ছোট্ট নেইমার থেকে তারকা বনে যাওয়া নেইমারের কাহিনী। তার এই ডকুমেন্টারি সিরিজকে বাড়তি মাহাত্ম্য দিয়েছে পিএসজি সতীর্থ লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাল্লে, ডেভিড বেকহামসহ আরও অনেক তারকার নেইমারকে নিয়ে মূল্যায়ন। ট্রেলারটা মুক্তি পাওয়ার পর শুরু থেকেই আগ্রহ বাড়িয়েছে দর্শকদের মাঝে। সেখানে দেখানো হয়েছে নেইমারের একটি পুরনো ভিডিও ক্লিপ। যেখানে ব্রাজিল তারকাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ফুটবলার হওয়ার ইচ্ছে সম্পর্কে। নেইমারের উত্তরই বোঝা গিয়েছে, ছোট্ট বেলো থেকেই নেইমার ফুটবলারই হতে চেয়ে ছিলেন। টেলারটা শুরু থেকেই আর্থহ বাড়িয়েছে দর্শকদের। এই ডকু সিরিজে উঠে এসেছে নেইমারের আ্মুদে রূপটাও উল্লেখ্য, এতদিন নেইমার পায়ের জাদুতে দর্শক টেনেছেন স্টেডিয়ামে। এবার একই বিষয়টা ঘটতে যাচ্ছে নেটফ্লিক্সের স্ক্রেনেও। হৈম্মারের জীবনী নির্ভর এই ডকুসিরিজটি নেটফ্লিক্সের পর্দায় আসবে আগামী ২৫ জানুয়ারি। অর্থাৎ অপেক্ষা আর কেবল সপ্তাহ দুয়েকের।

রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ দুই কোচই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার উমাকান্ত মাঠ প্রথম ডিভিশন লিগে এগিয়ে চল সংঘ বনাম বীরেন্দ্র ক্লাবের ম্যাচের রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ দুই দলের কোচই। সুজিত হালদার এবং সুজিত ঘোষ দুইজনেই রাজ্যের প্রাক্তন ফুটবলার। নামে মিল রয়েছে। তাদের অনেক মিল। দিনের রেফারি আদিত্য দেববর্মা-র একাধিক সিদ্ধান্ত তাদের ক্ষুব্ধ করেছে। বীরেন্দ্র ক্লাবের কোচ সুজিত ঘোষ বলেছেন, প্রথমার্ধের

অস্তিমলগ্নে আমাদের নিশ্চিত পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। ওই পেনাল্টিটা পেলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতো। রেফারি আদিত্য কিংবা লাইনম্যান শিবজ্যোতি চক্রবর্তী কেউই সঠিক রেফারিং করলেন না। তিনি জানিয়েছেন, বেশি বয়সের রেফারিদের ম্যাচে পোস্টিং না দেওয়াই উচিত। অর্থ খরচ করে ক্লাবগুলি দল করে। কিন্তু রেফারিদের ভুলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্লাবগুলি। দিনের পর দিন এটা চলে আসছে। অথচ কখনই এটা বাঞ্ছনীয় নয়। এমনিতে দলের

খেলায় তিনি সম্ভ্রষ্ট। স্পষ্টই বলেছেন যে, আশাতিরিক্ত লড়াই করেছে ফুটবলাররা। এগিয়ে চল সংঘের মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও গুটিয়ে না থেকে লড়াই চালিয়ে গেছে। আশা করছি, পরবর্তী ম্যাচগুলিতে দল আরও ভালো খেলবে। রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এগিয়ে চল সংঘের কোচ সুজিত হালদারও। রেফারিং-র মান ভালো না হলে খেলার উপর তার প্রভাব পড়ে বলে জানিয়েছেন। যদিও এদিন নিজের দলের খেলায় তিনি সম্ভ্রষ্ট নন।

পিটারসেনের দাপটে চাপে কোহলির ভারত টেস্ট সিরিজ জয়ের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা

ভারত: ২২৩/১০ (কোহলি-৭৯) ও ১৯৮/১০ (পন্থ-১০০*)
দক্ষিণ আফ্রিকা: ২১০/১০ (পিটারসেন-৭২, বুমরাহ-৪২/৫) ও ১০১/২ (পিটারসেন-৪৮*)

কে পটাউন, ১৩ জানুয়ারি ।। অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ডের পর এশিয়ার বাইরে টেস্ট তৃতীয়



হয়তো সম্ভব হয় না। কেপ টাউনে দিনের শেষ দ্বিটা যেন সে কথাই বলছে। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র একটি উইকেট খুইয়েই ১০০ রানের গণ্ডি পার করল দক্ষিণ আফ্রিকা। আর তাতেই যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রোটিয়াদের তৃতীয় টেস্ট তথা সিরিজ জয়ের স্বপ্ন মারকামকে দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফেরানো গেলো

ক্রিকে জাঁকিয়ে বসেন অধিনায়ক এলগার এবং পিটারসেন। পাঁচ দিনের ফরমাটে দারুণ ছন্দে ধরা দিচ্ছেন পিটারসেন। আর তৃতীয় দিনের শেষে ৪৮ রান করে অপরাজিত রইলেন তিনি। প্রোটিয়ারা একশোর গণ্ডি পেরেনার পর এলগারকে প্যাভিলিয়নে ফেরান

●এরপর দুইয়ের পাভায়

এগারো বছর পর ইন্টারের ইতালিয়ান সুপার কাপ জয়

রোম, ১৩ জানুয়ারি ।। জুভেন্টাসকে ২-১ গোলে হারিয়ে ২০১০ সালের পর ইতালিয়ান সুপার কাপের শিরোপা ফিরে পেল ইন্টার মিলান। বুধবার (১২ জানুয়ারি) রাত কাইনালে সান সিরোয় মুখোমুখি হয় দু দল। বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের ২-১ গোলে হারিয়ে এ নিয়ে ইতালিয়ান সুপার কাপের ষষ্ঠ শিরোপা জিতল ইন্টার। না পোলিকে হারিয়ে গত বছর জেতা মুকুট এবার হারাল জুভেন্টাস। ম্যাচের ২৫তম মিনিটেরে আক্রমণ থেকে এগিয়ে যায় এই টুর্নামেন্টে রেকর্ড ৯ বারের

চ্যাম্পিয়ন জুভেন্টাস। আলতারো মোরাতার ক্রসে এক ডিফেন্ডারের পায়ে লাগলেও বল গিয়ে পড়ে গোলমুখে; খুব কাছাকাছি থাকা ম্যাককেনি হেঁচে লক্ষ্যভেদ করেন। তবে ৩৫তম মিনিটে মার্তিনেস সাগতিকদের সমতায় ফেরা। জেঝোকে বক্সে মাত্রিয়া সি দিগলিও ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি। গোলরক্ষকে বিপরীত দিকে ছিটকে দিয়ে বুলেট গতির শটে লক্ষ্যভেদ করেন আর্জেণ্টাইন ফরোয়ার্ড লাউতারো মার্তিনেস। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৬তম মিনিটে মার্তিনেস ও

জেঝোর বদলি হিসেবে সানচেস ও হ্যোার্কিন কোররোরাকে নামায় ইন্টার। কিন্তু বাকিটা সময় কেউ গোল না পাওয়ায় ম্যাচ ফাইনাল অতিরিক্ত সময়ে। অক্সেবে শেষের বাঁশি বাজার ঠিক আগ মুহুর্তে এগিয়ে দারমৈইন। সামনে জবা সানচেস নিখুঁত টোকায় লক্ষ্যভেদ করেই উদ্বাপনে মাতেন। এ নিয়ে ইতালিয়ান সুপার কাপের ষষ্ঠ শিরোপা জিতল ইন্টার।

নন্দী সচিব, দীপা সহ-সভাপতি

তিন বছরে রাজ্যে জিম্ন্যাস্টিক্স-র কি উন্নতি হয়েছে তা জানানোর দাবি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : হঠাৎ করে উদয়পুরে নতুন করে জিম্ন্যাস্টিং কোর্সিং সেন্টার গড়ে তোলার জন্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। আর এই তৎপরতায় ত্রিপুরা জিম্ন্যাস্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব বিশ্বেশ্বর নন্দী এবং সহ-সভাপতি দীপা কর্মকারও যুক্ত হয়েছেন। আর ত্রিপুরা জিম্ন্যাস্টিং অ্যাসোসিয়েশনের এই দুই প্রভাবশালী কর্মকর্তার উদয়পুরে নতুন সেন্টার চালু করার জন্য বিশেষ তৎপরতা বা উদ্যোগ ঘিরে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, রাজ্যে সরকার দলের পরই হঠাৎ করে রোগোচাৰ বিশ্বেশ্বর নন্দী ত্রিপুরা

বিবেকানন্দ সেন্টারের। অর্থাৎ রাজ্যভিত্তিক আসরের নামে খেলা হলেও বাস্তবে সব কিছু আগরতলা কেন্দ্রীক। এখানেই অন্য কোচ ও প্রাক্তন জিম্ন্যাস্টরা প্রশ্ন তুলছেন। অভিযোগ, কেন এত বছরেও আগরতলার বাইরে থেকে জিম্ন্যাস্টিং উঠে আসেনি? কেন রাজ্যভিত্তিক আসরে শুধুমাত্র আগরতলার জিম্ন্যাস্ট। জানা গেছে, এনএসআরসিসি-র বাইরে না নন্দী সাহরবে যেতে চান, না দীপা। দীপা তো এখনও খেলোয়াড়। সুতরাং আগরতলার বাইরে সেন্টার খুললে কারা যাবেন সেখানে কোর্চিং করতে? এনএসআরসিসি-তে যারা আছেন তারা অধিকাংশ বাম আমলে বাম তো রাম আমলে রাম। ফলে তাদের আগরতলা থেকে সরানো কঠিন। এখন প্রশ্ন, নন্দী স্যার বা দীপা কর্মকার কি উদয়পুরে গিয়ে কাজ করবেন? তবে তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, আগরতলাতেও এনএসআরসিসি ছাড়া অন্য সেন্টারে কতটা ভালোভাবে তৈরি অভিযোগ, বিশ্বেশ্বর নন্দী, দীপা কর্মকার-রা যে রাজ্যভিত্তিক জিম্ন্যাস্টিং আসর করে আসছেন তা তো আসলে আগরতলা কেন্দ্রীক একটি আসর। খুমুণ্ড থেকে হাতে-গোনা কয়েকজন এলো বাকিরা সবাই তো আগরতলার। এক হয় বাথারঘাট, না হয় এনএসআরসিসি, না হয়

বানিয়েছিলেন। কিন্তু এই কয়েক বছরে সচিব এবং সহ-সভাপতি হিসাবে রাজ্যের জিম্ন্যাস্টদের জন্য কি কি কাজ করলেন? দিল্লিতে জাতীয় দলের নির্বাচনি কাম্পে দ্বিতীয় দিনের ট্রায়ালে কেন দীপা-র নামলেন না? আজ পর্যন্ত ক্রীড়া এই প্রশ্নের জবাব দেননি কেউ। জানা গেছে, ত্রিপুরা জিম্ন্যাস্টিং অ্যাসোসিয়েশনের গত দুই বছরে রাজ্যের রাজ্যভিত্তিক আসর ছাড়া কোন কাজ হকি। অভিযোগ, সচিব ব্যস্ত ছাত্রীদের নিয়ে আর সহ-সভাপতি নিজেই ব্যস্ত ট্রেনিং নিয়ে। ফলে একটা অ্যাসোসিয়েশনের যে কাজ করা উচিত ছিল তা নাকি উধাও। দিল্লীপ ভট্টাচার্য-রা (শব্দু দা) ত্রিপুরা জিম্ন্যাস্টিং-এ যে কাজ করে গেছেন তার ধারে-কাছেও নাকি যেতে পারেনি নন্দী স্যারদের কমিটি। অভিযোগ, বর্তমান সভাপতি নাকি রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ক্রীড়া দফতরে নানা অভিযোগ। অর্থাৎ পজ্জিতিভ কিছু নেই। অভিভাবক মহলের দাবি, নন্দী স্যার এবং দীপা কর্মকার তো ত্রিপুরা জিম্ন্যাস্টিং অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ পদে। তারা জানান, গত দুই-আড়াই বছরে তারা কি কাজ করেছেন রাজ্য জিম্ন্যাস্টিং বা রাজ্যের জিম্ন্যাস্টদের জন্য তা আগে জনগণকে জানানো ইউক।



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : এ-এক এভাবে রাজ্য সাকাল দেখে নাকি গোটা দিনটা কেমন যাবে সেটা চেনা যায়। এই প্রবাসীকেও মিল্যা করে দিয়েছে এরা। রাজ্য সামলানোর দায়িত্ব নিয়ে ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক প্রতিশ্রুতির বান্ডি বইয়ে দেওয়া হয়েছে। সাত দিন বছর পার হয়ে যাবার পর দেখা যাচ্ছে, সেসব প্রতিশ্রুতি ছিল স্রেফ মৌখিক আশ্বাস। রাজনৈতিক পালাবদলের পর স্বাভাবিক নিয়মেই স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি শাসক দলীয় লোকদের কন্ডায় চলে যায়। এটাই এরাজ্যের নিয়ম। বামেরা চালু করেছিল। আর বামেরা সেই পথেই হাঁটলো। ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ আশা করেছিলেন যে, এবার নিশ্চয় ক্রীড়াক্ষেত্র আরও কিছুটা গতিময় হবে। বিশেষ করে রাজ্যের ধনীতম ক্রীড়া সংস্থার কাজকর্ম আরও মসৃণভাবে সম্পন্ন হবে, দুর্নীতিমুক্ত একটি প্রশাসন দেখা যাবে। এমনটাই আশা করেছিল ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দেখা গেলো, পূর্বতন আমলের মতোই এই ধনীতম ক্রীড়া সংস্থায় যারা দায়িত্বে এসেছেন তারা

পূর্বসূরীদের পথেই হাঁটছেন। অর্থাৎ এই ক্রীড়া সংস্থাকে নিজদের স্বার্থ পূরণের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। তবে পূর্বতন কমিটিগুলি অনিয়ম বা দুর্নীতির আড়ালেও খেলাটা অন্তত চালু রেখেছিল। খেলোয়াড়দের স্বার্থও তাদের কাছে গুরুত্ব পেতো। বর্তমান কমিটি এক্ষেত্রে পূর্বতন কমিটিগুলিকে অনেকাংশে এগিয়ে ফেলেছে। খেলা বা খেলোয়াড়দের স্বার্থ এখন তাদের কাছে গুরুত্ব পায় না। বরং কমিটির সভাপতির আবির্ভাব দিবস পালনে অনেক বেশি সক্রিয় তারা। কয়েকদিন আগে এমনই অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটলো এই ধনীতম ক্রীড়া সংস্থার অফিসে। বেশ জীকজমক করে সভাপতির আবির্ভাব দিবস পালন করা হলো। কাটা হলো কেক। জ্বালানো হয় মোমবাতি। তিন বছরের কার্যকালে একটি শ্রবণীয় দিন উপহার পেলেন সভাপতি। তার দোসর হিসাবে যিনি আছেন তার জন্মদিনও হয়তো এভাবে ঘটা করে পালন করা হবে। ক্রীড়া মহলের প্রশ্ন, খেলা এবং খেলোয়াড়দের স্বার্থের প্রতি বিদ্মুদ্রাভ মমতা না দেখিয়ে আবির্ভাব দিবস পালন ওই সংস্থার সংবিধানের কোন ধারায় আছে।

কাজ না করেই ভুল-ভাল কাজের ফিরিস্তি দেওয়া এই কমিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতাই হয়ে থাকতে পারে না মানুষ। কাজ কিংবা কু কাজ কিছু একটা করতে হবে। কাজের দেখা নেই, অথচ আবির্ভাব দিবস পালনের মতো কু কাজ করতে তারা পিছিয়ে যায় না। রাজ্য জুড়ে খেলাটার ব্যোটা বেজে যায়। অনুষ্ঠিত এই শিবিরগুলির পেছনে বিরাট অক্সের অর্থ ব্যয় হয়েছে। অন্তত কাগজে-কলমে সেটাই দেখা যায়। বাস্তবে খরচ কতটা তার হিসাবটা কিছু জানা নেই কারোর। এর বাইরে কাজ করার মধ্যে রয়েছে এদের পর এক মাঠ পরিদর্শন। আপাতত করানার বাড়বাড়ন্তের ফলে মাঠ পরিদর্শন বন্ধ। কিন্তু মানুষকে দেখাতে হবে, বোঝাতে হবে যে তারা কতটা কাজের। এরকমই একটি নমুনা পেশ করা হলো কয়েকদিন আগে। ঘটা করে সভাপতির আবির্ভাব দিবস পালন করা হয়। এরকম একটি দিনের অপেক্ষাতেই হয়তো তিনি

ছিলেন। মূল পেশা ভুল আজ অন্য একটি পেশায় চলে এসেছেন। সুতরাং যতটা পারা যায় ক্ষীর-ননী তো খেতেই হবে। পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে অনেক সেরা সেরা স্বৈরাচারীরা যেনে মিলেছে। তাদের প্রতিনিয়ত সঙ্গ দিয়ে লাভবান হওয়া কাজজনের সংখ্যা কম নয়। হিটলারের কুকর্মের সেই সব সঙ্গীদের বিচার হয়েছে মূল ন্যূনতমার্গের আদালতে। বর্তমান সময়ে যারা রাজ্যের ধনীতম ক্রীড়া সংস্থাকে ভুলপথে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরও একদিন আগামীকাল আসবে। তাদের কলম তখন প্রশ্ন খেয়ে আসবে—‘খেলা এবং খেলোয়াড়দের স্বার্থের কথা ভাবা না করে আবির্ভাব দিবস পালনে উৎসাহী হয়েছিলেন কেন?’ যার যৌা কাজ ভুলে কু কাজের পেছনে ছুটলে প্রশ্ন উঠবেই। সুতরাং প্রশ্ন উঠেছে। যদিও উত্তর দেওয়ার মতো জায়গায় কেউ নেই। এখন উত্তর না দিয়েও একদিন অবশ্যই উত্তরটা জানা যাবে। একটি অতি জনপ্রিয় এবং সম্ভাবনাময় খেলা শুধুমাত্র আবির্ভাব দিবস পালনের স্রোতে ভেসে গিয়ে জলে ভুবেছে।








India's first choice in furniture is NOW IN AGARTALA!

UP TO 40% OFF

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Ashram, Agartala,

Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM

Email: newradhankl@gmail.com

10% FLAT OFF + 2 PILLOWS FREE ON PURCHASE OF A MATTRESS

Nilkamal®

FURNITURE IDEAS

মুখ্যমন্ত্রীর সময় চাইলো ১০৩২৩

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। আবারও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সময় চেয়ে চিঠি দিলো জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেত্রী ডালিয়া দাস, গৌতম দেববর্মা এবং কমল দেব স্বাক্ষরিত চিঠি জমা পড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে এখনও পর্যন্ত এই চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে। কমল দেব জানান, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি শীঘ্রই যাতে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সমস্যা সমাধান করে। ইতিমধ্যে ১১২জন চাকরিচ্যুত শিক্ষক প্রয়াত হয়েছেন। ২০২০ সালের ৩ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণ আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্থায়ী সমাধানের কথা বলেছিলেন। ১৬ মাস হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত আমাদের সমস্যা সমাধান হয়নি।

বোধিসত্ত্ব হত্যা ঃ ট্রায়ালে স্থগিতাদেশ উচ্চ আদালতের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। বোধিসত্ত্বদাস হত্যা মামলায় শুনানির উপর স্থগিতাদেশ দিলো উচ্চ আদালত। যে কারণে আপাতত অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালতে ট্রায়াল বন্ধ থাকবে। সাক্ষ্যগ্রহণও হবে না। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোখ বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলায় ট্রায়ালের স্থগিতাদেশ দিয়ে রাজা এবং আসামি পক্ষকে নোটিশ দিয়েছে। আগামী ২০ জানুয়ারি এই মামলার শুনানি। ততদিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ট্রায়াল। ২০১৯ সালে শহরের কাঁশারীপাট্টি এলাকায় খুন হয়েছিলেন বোধিসত্ত্ব দাস। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বোধিসত্ত্ব খুনে পুলিশ চারজন নামী অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল। এদের মধ্যে রয়েছে কালিকা জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে সুমিত চৌধুরী, রাজ পুলিশের প্রাক্তন ইন্সপেক্টর সুকান্ত বিশ্বাস,

ঠিকৈদার সুমিত বণিক এবং কুখ্যাত উমর শরিফ। বোধিসত্ত্ব'র মাথায় বোতল ভাঙা হয়েছিল। এই হত্যা মামলায় পুলিশ তদন্ত করে দুই দফায় আদালতে চার্জশিট জমা করে। এরপর থেকেই শুরু হয় ট্রায়াল। ইতিমধ্যেই ৫৪জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। দু'জন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার সরকার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেওয়ার বাকি রয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই নানা কূটনৈতিক চালে বন্ধ হয়ে গেলো মামলার শুনানি। এনিময়েই এখন বিচারের আশায় চোখের জল ফেলে যাচ্ছেন বোধিসত্ত্বের অসহায় মা। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তিনি বিচারের আশায় আদালতের দিকে চেয়ে আছেন। কিন্তু মামলার ট্রায়াল শুরু হতেই উঠে আসছে নানা ধরনের অভিযোগ। কখনো ব্যাগ নিয়ে সাক্ষীদের কিনতে আদালতে উপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠে। আদালতে এসেও পালিয়ে যায়

সাক্ষী। আবার সাক্ষীদের নিয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী সি পাহিজলার খামারবাড়িতে পাটিও করেন। এই ধরনের অভিযোগের মধ্যেই অতিরিক্ত দায়রা বিচারক (কোর্ট নম্বর ২) বিচারকের উপরই অনাস্থা আনেন সরকার পক্ষের আইনজীবী। আইন দফতর থেকে দায়রা বিচারকের কোর্টে মামলার শুনানি করিয়ে নিতে আবেদন করা হয়। গত ১১ জানুয়ারি সরকার পক্ষের এই আবেদন বাতিল করে দেন দায়রা বিচারক। এর বিরুদ্ধেই এবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে গেছে সরকার পক্ষ। রতন দত্তকে এই মামলায় নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। অন্য কোর্টে মামলাটি সরিয়ে নিতে বলা হয়। যথারীতি উচ্চ আদালতে মামলার ট্রায়ালের উপর স্থগিতাদেশ চায় সরকার। উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোখ শুনানির প্রথম দিনই ট্রায়ালের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। অতিরিক্ত

● এরপর দুইয়ের পাতায়

চিটফাণ্ড সংস্থাগুলোর প্রতারণায় দমকল কর্মী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জানুয়ারি ।। চিটফাণ্ড প্রতারণায় শামিল হয়েছে সরকারি কর্মচারী। ডিজিটাল চিটফাণ্ডের নামে সাধারণ নাগরিকদের প্রতারণা করার অভিযোগ উঠল দমকল বিভাগের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে উদয়পুরে। রাজ্যে চিটফাণ্ড সংস্থাগুলি সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণা করে চলছে। এবার মন্দির নগরীতে মোবাইল ব্যবহার করে প্রতারণা করা হচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে লোভনীয় বিনিয়োগের অফার দিয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে। কয়েকদিন পরই আবার বলা হচ্ছে, সংস্থাটি বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য সংস্থায় আবারও টাকা বিনিয়োগের অফার দেওয়া হয়। এভাবে ভুয়ো কোম্পানি খুলে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। এই প্রতারণার মূল মাথা এক দমকল কর্মী বলে অভিযোগ। রাধেশ্যাম নামে এই দমকল কর্মী ত্রিপল এন্ড প্রোবাল এবং ইথার ট্রেড এশিয়া নামে দুটি চিটফাণ্ড সংস্থার সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের পরিচয় করিয়ে দেয় রাধেশ্যাম। এই দুই সংস্থার নাম দিয়ে সরকারি অফিসে বসেই রাধেশ্যাম কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বিনিয়োগকারীদের টাকা ফিরিয়ে দিতে পারছে না রাধেশ্যাম। তাদের নানাভাবেই প্রতারণা করা হচ্ছে। রাধেশ্যামের সঙ্গে যুক্ত একটি চক্র। এই চক্রের বিরুদ্ধে দ্রুত মামলা হতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

ইকফাইয়ে নেই কোভিড নিয়ম



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। কিসের কোভিড বিধি-নিষেধ, ইকফাই ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস চলছে কোনওরকম শারীরিক দূরত্ব বজায় না রেখেই। পড়ুয়াদের অনেকের মুখেই থাকছে না মাস্ক। বারান্দার, মাঠে জটলা চলছে ছাত্র-ছাত্রীদের,

তখনও মাস্কহীন মুখ তাদের। কোভিড'র জন্য যে নিয়মের গাইডলাইন তা প্রায় মানাই হচ্ছে না। নিয়ম না মানার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এবং পড়ুয়া, দুই পক্ষই সমান পটু। ক্লাসে এক ভেঞ্চে একাধিক পড়ুয়া মাস্কহীন মুখে বসে আছেন, এমন দৃশ্য ইকফাই ইউনিভার্সিটিতে

সাধারণ ব্যাপার। যারা মানতে চান সপ্তাহে পাঁচদিন পুরো ছাত্রসংখ্যা নিয়ে ক্লাস করার জন্য তারাও মানতে পারছেন না। প্রশাসনিক নজর নেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বারন্দা, মাঠে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গুলতানি করছেন পড়ুয়ারা, এইরকম

● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রশাসনের উদাসীনতায় শচীন্দ্রলালে জুয়ার আসর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি ।। করোনা অতিমারিতে শহরে চলছে মেলা এবং জুয়ার আসর। শহরতলির চারিপাড়ার শচীন্দ্রলালে পুলিশ এবং প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই নাকি মেলা এবং জুয়ার আসর বসানো হয়েছে। এমনই অভিযোগ উঠছে। কারণ মেলার শুধুমাত্র সরকারিভাবে পায় না রাজ্য পুলিশ। এমনকী বিএসএফ'র কাছেও জুয়ার আসর চলার খবর সরকারিভাবে নেই বলে জানা গেছে। রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব কয়েকদিন আগেই নির্দেশ জারি করেছিলেন সব ধরনের মেলা এবং ভিডি জড়ো করা বন্ধ থাকবে। যে কারণে সরস মেলা, শিল্প মেলা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু শহরের বেশ কয়েক জায়গায় শুরুর হয়েছে হরিনাম কীর্তন। বড়জলায় রাস্তার পাশে হরিনাম সংকীর্তনে ভিড় জমা হচ্ছে। এই এলাকাতেই করোনা সংক্রমণের হার ১৬ শতাংশেরও বেশি বলে জানা গেছে। কিন্তু এখানেই

আবারও শুরু হয়েছে জুয়ার আসর। সন্ধ্যার পর থেকে মেলার মধ্যে চলছে জুয়া। এই জুয়ায় সীমান্তের ওপার থেকেও টাকা লাগানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। কিন্তু জুয়ার খবর শুধুমাত্র সরকারিভাবে পায় না রাজ্য পুলিশ। এমনকী বিএসএফ'র কাছেও জুয়ার আসর চলার খবর সরকারিভাবে নেই বলে জানা গেছে। রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব কয়েকদিন আগেই নির্দেশ জারি করেছিলেন সব ধরনের মেলা এবং ভিডি জড়ো করা বন্ধ থাকবে। যে কারণে সরস মেলা, শিল্প মেলা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু শহরের বেশ কয়েক জায়গায় শুরুর হয়েছে হরিনাম কীর্তন। বড়জলায় রাস্তার পাশে হরিনাম সংকীর্তনে ভিড় জমা হচ্ছে। এই এলাকাতেই করোনা সংক্রমণের হার ১৬ শতাংশেরও বেশি বলে জানা গেছে। কিন্তু এখানেই

প্রশাসনের উদাসীনতায় চলছে উৎসব। একই কায়দায় শচীন্দ্রলালে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। রাতে মেলায় বসছে জুয়ার আসর। লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়ার খেলা হচ্ছে এই জায়গায়। প্রকাশ্যেই এই জুয়ার আসর বসানো হয়। খন্ডি ব্যবসায়ী থেকে শুরুর করে বড় বড় টাকার কারবারিরা এই জুয়ায় অংশ নিচ্ছে। সবার কাছে খবর চলে গেলেও আমতলি এবং এডিনগর থানা এই খবর পায় না বলে অভিযোগ। এর মূল কারণ নাকি দুই থানার কাশিয়ার জুয়াড়িদের কাছ থেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন। টাকার ভাগ গেছে মহকুমা শাসকের অফিসেও। এটাই মূল কারণ করোনা কারফিউ'র মধ্যেও রাতে ব অন্ধকারে মেলায় চলছে জুয়া। প্রশাসনের চিলেকমি কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে তা এই ঘটনায় পরিষ্কার।

অপমানিত হয়ে নেতার পদত্যাগ, এলাকায় গুঞ্জন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৩ জানুয়ারি ।। রাজা এবং মন্ডল নেতার ল্যাং মারামারিতে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির কাজকর্ম মুখখুবড়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে আচমকা পদত্যাগ করেছেন প্রদীপ দেবনাথ। তিনি আবার সংশ্লিষ্ট মণ্ডলের সহ-সভাপতির দায়িত্বে আছেন। এলাকার সমাজসেবী প্রদীপ দেবনাথের পদত্যাগের পর গোট এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশ বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। প্রদীপ দেবনাথ বলেছেন তিনি ব্যক্তিগত কারণে ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ তার ব্যক্তিগত কি সমস্যা দেখা দিল ? তিনি তো বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির চাইতেও মণ্ডলের সহ-সভাপতির গুরুদায়িত্ব ছাছেননি ! সেই কারণেই মনে করা হচ্ছে ঘটনাটির পেছনে অন্য কারণ লুকিয়ে আছে। বিদ্যালয়ের



প্রধানশিক্ষকও বলেছেন চেয়ারম্যানের পদত্যাগের কি কারণ রয়েছে তা তিনি জানেন না। ওই বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটিতে আরও এক নেতাও আছেন। তিনি কাজল সরকার। কাজলবাবু আবার দলের রাজ্য কমিটির সদস্য। জানা যায় মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দফতর থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতল বিশিষ্ট ১২ টি কক্ষ

নির্মাণের কাজ শুরুর হয়েছে। এলাকায় গুঞ্জন প্রদীপ দেবনাথের পদত্যাগের পেছনে মূলত নির্মাণ কাজই মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী চেয়ারম্যানকে ডিঙিয়ে সেই কাজ

নাক গলিয়েছেন অপর নেতা। তাই বিষয়টি জানার পর মেনে নিতে পারেননি প্রদীপবাবু। এককথায় অপমানিত হয়েই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। গোট বিষয়টি নিয়ে প্রদীপবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি মুখ খুলতে নারাজ। অনেকেই এই ঘটনার পেছনে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। অর্থাৎ সামনে থেকে বিষয়টি যতটা সহজভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে তা ততটা সহজ নয়। পেছনে আরও গল্প লুকিয়ে আছে। এখন প্রদীপবাবু মুখ খুললেই সবকিছু স্পষ্ট হতে পারে। যেহেতু তিনি এলাকার উন্নয়নে সব সমস্যা এগিয়ে থাকেন এবং তিনি স্পষ্টবাদী নেতা তাই তার মুখ থেকেই সত্যটা জানতে চান এলাকাবাসী।

Flat Booking
Ramnagar Road
No. 4. Opposite
Sporting Club. 2
BHK, 3 BHK Flat
booking চলছে।
Mob - 8416082015

লোক নিয়োগ
Popular Security Service এর জন্য 6/7 জন লোক প্রয়োজন। মাসিক বেতন 6000 থেকে 9,700 পর্যন্ত হবে। 12 hrs duty হবে। দূরের লোকের জন্য থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ইচ্ছুক প্রার্থীগণ অতিসরুর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের ঠিকানা - চন্দ্রপুর, আগরতলা, বিপণি বিতান কমপ্লেক্স, রুম নং- 36, 37, 1st floor, ফোন নং- 9774702018

বিশেষ দ্রষ্টব্য
প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুণবিদ্যা কালার্যাদ, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT
9667700474

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম : ৪৭,৮০০
ভরি : ৫৫,৭৬৬

লোক নিয়োগ

Popular Security Service এর জন্য 6/7 জন লোক প্রয়োজন। মাসিক বেতন 6000 থেকে 9,700 পর্যন্ত হবে। 12 hrs duty হবে। দূরের লোকের জন্য থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ইচ্ছুক প্রার্থীগণ অতিসরুর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের ঠিকানা - চন্দ্রপুর, আগরতলা, বিপণি বিতান কমপ্লেক্স, রুম নং- 36, 37, 1st floor, ফোন নং- 9774702018

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।



Shri Biplob Kumar Deb
Hon'ble Chief Minister, Tripura




Shri Ratan Lal Nath
Hon'ble Minister for Education, Govt of Tripura

Unacademy দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্য সরকার NDA ক্লারশিপ পরীক্ষার ৩ জন শীর্ষ স্থানাধিকারীকে আমাদের শুভেচ্ছা



Rubina Datta
Berimura HS School, Bamutta



Sanjana Debbarma
Behalabari HS school, Tulashikhar, Khowai



Punam Yadav
Bidrohi Kabi Nazrul Vidya Bhavan, Agartala



Behalabari HS School
Tulasikhar, Khowai
Smt Khana Jamatia, HM



Bidrohi Kabi Nazrul Vidya Bhavan School
Agartala
Smt Chamei Dhar, AHM



Sabroom Girls HS School
Sabroom NP
Shri Ranjan Debnath, AHM

ICA-D-1642-2021-22

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

তিনটি সেরা প্রদর্শনকারী স্কুল এবং তাদের প্রধান শিক্ষকদের অভিনন্দন

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, অনুগ্রহ করে contact@unacademy.com-এ আমাদের ই-মেইল করুন।



9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার



